অশোক কুমার কালরা

বনাম

উইং সিডিআর. সুরেন্দ্র অগ্নিহোত্রী ও অন্যান্যরা

(২০১৮ এর বিশেষ অনুমতির আবেদন (দেওয়ানী) নং ২৩৫৯৯)

১৯ নভেম্বর, ২০১৯

[এন. ভি. রমনা, মোহন এম. শান্তনাগৌদার এবং অজয় রাস্তোগি, বিচারপতিগন]

দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ – আদেশ VIII, বিধি ৬ক – লিখিত বিবৃতি জমা দেওয়ার পর বিবাদীর পাল্টা দাবি দাখিল – কোনো নিষেধাজ্ঞা আছে কি না – ১ নং উত্তরদাতা বিবাদীর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কার্যকারিতার জন্য মামলা করেন – বিবাদী লিখিত বিবৃতি দাখিল করেন – এরপর, পাল্টা দাবি দাখিল করেন – বিচার আদালত লিখিত বিবৃতি এবং বিষয়বস্তু প্রণয়নের পর পাল্টা দাবি দাখিল করার আপত্তি খারিজ করেন – হাইকোর্ট পাল্টা দাবি বাতিল করেন – বিবাদী সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন – দুই বিচারপতির বেঞ্চ দ্বারা রেফারেন্স আদেশ জারি করা হয়, যেখানে বৃহত্তর বেঞ্চের কাছে আদেশ VIII, বিধি ৬ক এর ব্যাখ্যা চাওয়া হয়, যাতে মামলায় বিবাদী কর্তৃক পাল্টা দাবি দাখিল সংক্রান্ত বিষয়ে স্পষ্টতা আসে – রেফারেন্সের উত্তরে, সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো: বিচারপতি এন.ভি. রামানা, মোহন এম. শান্তনাগৌদার এবং অজয় রাস্তোগী, বিচারপতি বিচারপতি এর মতে। কার্যক্রমের বহুবিধতা এড়াতে, ১৯৬৭ সালের সংশোধনী আইন দ্বারা সিপিসি-তে বিধি ৬ক দ্বারা পাল্টা দাবি অন্তর্ভুক্ত করা হয় – আদেশ VIII, বিধি ৬ক লিখিত বিবৃতি দাখিল করার পর পাল্টা দাবি দাখিল করার উপর কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে না, বরং এই নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র কারণ উদ্ভব হওয়ার সাথে সম্পর্কিত – তবে, এটি বিবাদীকে যথেষ্ট বিলম্বের সাথে পাল্টা দাবি দাখিল করার নিরঙ্কুশ অধিকার দেয় না, এমনকি যদি নির্ধারিত সীমাবদ্ধতার সময়কাল শেষ না হয়ে থাকে – আদালতকে পাল্টা দাবি দাখিল করার জন্য সর্বোচ্চ সময়সীমা বিবেচনা করতে হবে, যা বিষয়বস্তু প্রণয়ন হওয়া পর্যন্ত নির্ধারিত, এবং এর সাথে অন্তর্ভুক্তিমূলক কারণগুলি মূল্যায়ন করতে হবে, যা শুধুমাত্র দৃষ্টান্তমূলক এবং সম্পূর্ণ নয়, যেমন, বিলম্বের সময়কাল; উত্থাপিত কারণের জন্য নির্ধারিত সীমাবদ্ধতার সময়কাল; বিলম্বের কারণ ইত্যাদি – মোহন এম. শান্তনাগৌদার, বিচারপতি এর মতে (আংশিকভাবে সম্পূরক এবং আংশিকভাবে ভিন্নমত পোষণ করে) আদালত তার বিবেচনামূলক ক্ষমতা প্রয়োগ করে লিখিত বিবৃতির পর, মামলার বিষয়বস্তু প্রণয়নের পর্যায় পর্যন্ত পাল্টা দাবি দাখিল করার অনুমতি দিতে পারে – তবে, ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে, পাল্টা দাবি পরবর্তীকালে প্রমাণ রেকর্ডিং শুরু হওয়ার পর্যায় পর্যন্ত অনুমতি দেওয়া যেতে

পারে, কারণ বিষয়বস্তু প্রণয়ন এবং প্রমাণ রেকর্ডিং শুরু হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে আইনি কার্যক্রমে কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয় না – দেওয়ানী কার্যবিধি (সংশোধন) আইন, ১৯৭৬ – দেওয়ানী কার্যবিধি (সংশোধন) আইন, ২০০২ – সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩ – ধারা ৩(২)(খ)(ii)।

দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ – আদেশ VIII – পরিকল্পনা – সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো: আদেশ VIII এর সম্পূর্ণ পরিকল্পনা সুস্পষ্টভাবে বিচারিক উদ্দেশ্যকে নির্দেশ করে, যা লিখিত বিবৃতি, সেট-অফ এবং পাল্টা দাবি দেরিতে দাখিল করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ন্যায়বিচারকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ – দেরিতে পাল্টা দাবি দাখিল – যে বিষয়গুলি বিবেচনা করতে হবে – আলোচনা করা হয়েছে।

আইনশাস্ত্র – পদ্ধতিগত ন্যায়বিচার বনাম মৌলিক ন্যায়বিচার – একটি সুষম দৃষ্টিভঙ্গি – আলোচনা করা হয়েছে – দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ – আদেশ VIII, বিধি ৬ক – সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩।

দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ – আদেশ VIII, বিধি ৬ক, ৯, ১০ এবং আদেশ VI, বিধি ১৭ – আদালতের ক্ষমতা – সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো: বিচারপতি মোহন এম. শান্তনাগৌদার, বিচারপতি (সম্পূরক) আদেশ VIII এর বিধি ৬ক, ৯ ও ১০ এবং আদেশ VI, বিধি ১৭, সিপিসি এর সম্মিলিত ও সুসংগত পাঠ থেকে বোঝা যায় যে, আদালতকে লিখিত বিবৃতি দাখিল করার পরেও পাল্টা দাবি দাখিল করার অনুমতি দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তা ১৯৬৩ সালের সীমাবদ্ধতা আইনের অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে থাকে – সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩।

দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ – আদেশ VIII, বিধি ৬ক, ৬খ – উত্তরদাতার যুক্তি, বিধি ৬খ এর উপর নির্ভর করে, যে বিধি ৬ক(১) এর জন্য পাল্টা দাবির কারণ লিখিত বিবৃতি দাখিল করার আগেই উদ্ভূত হওয়া উচিত – সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো: বিচারপতি মোহন এম. শান্তনাগৌদার, বিচারপতি (সম্পূরক) এর সাথে একমত হওয়া যায়নি, দুটি কারণে – (i) এমনটা সম্ভব যে লিখিত বিবৃতি দাখিল করার সময়, বিবাদী তার পাল্টা দাবির কারণ সৃষ্টিকারী ঘটনা সম্পর্কে অবগত নন (ii) আদেশ VIII, বিধি ৬খ এর পাঠ থেকে বোঝা যায় যে এটি শুধুমাত্র সেইসব ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ যেখানে পাল্টা দাবি লিখিত বিবৃতির সাথে করা হয় – আদেশ VIII এর অধীনে বিধানগুলি বিচ্ছিন্নভাবে পড়া উচিত নয়, বরং সম্মিলিত এবং সুসংগতভাবে পড়া উচিত – বিধি ৬খ আদালতের দেরিতে পাল্টা দাবি দাখিল করার অনুমতি দেওয়ার বিবেচনামূলক ক্ষমতার উপর সীমাবদ্ধতা হিসাবে পড়া যায় না।

দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ – আদেশ VIII, বিধি ৬, ৬ক(১), (৪) – যুক্তি যে, আদেশ VIII, বিধি ৬ এর অধীনে সেট-অফ দাখিল করার সীমাবদ্ধতা বিধি ৬ক(১) এর মধ্যেও পড়া উচিত – সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো: মোহন এম. শান্তনাগৌদার, বিচারপতি (সম্পূরক) অগ্রহণযোগ্য – একটি সেট-অফ এবং একটি পাল্টা দাবির প্রকৃতি ভিন্ন – পার্থক্যগুলি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

রেফারেন্সের উত্তরে, আদালত

আদেশঃ এন.ভি. রামানা, মোহন এম. শান্তনাগৌদার এবং অজয় রাস্তোগী, বিচারপতিগন এর মতে।

১.১ আদেশ VIII বিধি ৬ সিপিসি অনুসারে, বিবাদী অর্থ পুনরুদ্ধারের একটি মামলায় বাদীর দাবির বিরুদ্ধে বাদী থেকে তার আইনত পুনরুদ্ধারযোগ্য যেকোনো নির্দিষ্ট অর্থের সেট-অফ দাবি করতে পারে। পক্ষান্তরে, বিধি ৬ক বিবাদী কর্তৃক পাল্টা দাবি নিয়ে কাজ করে, যে অনুযায়ী একটি মামলায় বিবাদী, বিধি ৬ এর অধীনে সেট-অফ আর্জি করার অধিকার ছাড়াও, বাদীর দাবির বিরুদ্ধে পাল্টা দাবি হিসাবে, বাদীর বিরুদ্ধে বিবাদীর উদ্‌ভূত কারণের সাথে সম্পর্কিত কোনো অধিকার বা দাবি উত্থাপন করতে পারে, যা মামলা দায়ের করার আগে বা পরে কিন্তু বিবাদী তার প্রতিরক্ষা দাখিল করার আগে বা তার প্রতিরক্ষা দাখিল করার জন্য নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার আগে উদ্‌ভূত হয়েছে, তা এমন পাল্টা দাবি ক্ষতির দাবির প্রকৃতির হোক বা না হোক। আদেশ VIII সিপিসি-এর সম্পূর্ণ পরিকল্পনা সুস্পষ্টভাবে বিধায়কদের উদ্দেশ্যকে নির্দেশ করে, যা দেরিতে লিখিত বিবৃতি, সেট-অফ এবং পাল্টা দাবি দাখিল করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ন্যায়বিচারকে এগিয়ে নিয়ে যায়। বিধি ৬ক সিপিসি-তে দেওয়ানী কার্যবিধি (সংশোধন) আইন, ১৯৭৬ (আইন নং ১০৪, ১৯৭৬) দ্বারা প্রবর্তন করা হয়েছিল, এবং সংশোধনের আগে, অর্থ মামলা ব্যতীত, অন্য মামলায় পাল্টা দাবি বা সেট-অফ আর্জিe করা যেত না। ভারতের আইন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী, কার্যক্রমের বহুবিধতা এড়ানোর জন্য, বিধি ৬ক দ্বারা পাল্টা দাবি দেওয়ানী কার্যবিধিয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। পদ্ধতিগত আইনের সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য হল নিশ্চিত করা যে আইনি প্রক্রিয়া মূল ন্যায়বিচার প্রদানের প্রক্রিয়ায় আরও কার্যকর হয়। বিশেষত, সিপিসি-এর আদেশ VIII-এ বিধি ৬ক প্রবর্তনের উদ্দেশ্য হল পক্ষগুলিকে পৃথক মামলা দায়ের করতে বাধ্য করে কার্যক্রমের বহুবিধতা এড়ানো এবং নিশ্চিত করা যে পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হয়। যদি বিধানটি এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়,

যাতে পাল্টা দাবি দেরিতে দাখিল করার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে বিধানটি নিজেই অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে এবং যে উদ্দেশ্যে সংশোধনী করা হয়েছে তা ব্যর্থ হয় এবং শেষ পর্যন্ত এটি ন্যায়বিচারের সুস্পষ্ট ব্যর্থতার দিকে নিয়ে যায়। একই সময়ে, এমন কোনো কঠোর এবং হাইপার-টেকনিক্যাল পদ্ধতি থাকতে পারে না যে বিধানটি নির্ধারণ করে যে পাল্টা দাবি লিখিত বিবৃতির সাথে দাখিল করতে হবে এবং এর বাইরে আদালতের কোনো ক্ষমতা নেই। আদালত, পাল্টা দাবির সমর্থনে উল্লিখিত কারণগুলি বিবেচনায় নিয়ে, সংশোধনের পিছনের উদ্দেশ্য এবং ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য পূরণের কথা মাথায় রেখে একটি সুষম পদ্ধতি গ্রহণ করবে। এমন কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম থাকতে পারে না যে একটি নির্দিষ্ট সময়ে পাল্টা দাবি দাখিল করতে হবে, আদালতের উপর অর্পিত বিবেচনামূলক ক্ষমতা খর্ব করে। বিচার আদালতকে বিচক্ষণতার সাথে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে এবং একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে হবে যে পাল্টা দাবি মঞ্জুর করার ফলে বিপরীত পক্ষের কোনো ক্ষতি হবে না, প্রক্রিয়াটি অযথা বিলম্বিত হবে না এবং এটি ন্যায়বিচারের সর্বোত্তম স্বার্থে এবং সংশোধনের মাধ্যমে অর্জিত উদ্দেশ্য অনুসারে হবে। তবে, বিবাদীকে বিষয়বস্তু প্রণয়নের পর এবং মামলা যথেষ্ট অগ্রসর হওয়ার পর পাল্টা দাবি দাখিল করার অনুমতি দেওয়া যাবে না। এটি ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করবে এবং সিপিসি-এর নির্দিষ্ট সংশোধনের উদ্দেশ্য ও কারণগুলিতে বর্ণিত দ্রুত ন্যায়বিচারের নীতির জন্য ক্ষতিকর হবে। [অনুচ্ছেদ ১০, ১২ এবং ১৭] [২২৭-ডি-এফ; ২২৮-ডি-এফ; ২৩০-ডি-এইচ; ২৩১-এ-বি]

সেলেম অ্যাডভোকেট বার অ্যাসোসিয়েশন, তামিলনাড়ু বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এআইআর ২০০৫ এসসি ৩৩৫৩; [২০০৫] ১ সম্পূরক এসসিআর ৯২৯ – নির্ভর করা হয়েছে।

জয় জয় রাম মনোহর লাল বনাম ন্যাশনাল বিল্ডিং ম্যাটেরিয়াল সাপ্লাই, গুরগাঁও (১৯৬৯) ১ এসসিসি ৮৬৯: [১৯৭০] ১ এসসিআর ২২; মহেন্দ্র কুমার এবং অন্যান্য বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য এবং অন্যান্য (১৯৮৭) ৩ এসসিসি ২৬৫: [১৯৮৭] ৩ এসসিআর ১৫৫; জগ মোহন চাওলা এবং অন্যান্য বনাম ডেরা রাধা স্বামী সৎসঙ্গ ও অন্যান্যরা, (১৯৯৬) ৪ এসসিসি ৬৯৯: [১৯৯৬] ২ সম্পূরক এসসিআর ৫০৯; শান্তি রানী দাস দেওয়ানজি (শ্রীমতী) বনাম দীনেশ চন্দ্র দে (মৃত) আইনি প্রতিনিধি দ্বারা (১৯৯৭) ৮ এসসিসি ১৭৪: [১৯৯৭] ৪ সম্পূরক এসসিআর ১৭৭; বিজয় প্রকাশ জারাথ বনাম তেজ প্রকাশ জারাথ (২০১৬) ১১ এসসিসি ৮০০; বোল্লেপান্দা পি. পুনছা ও অন্যান্যরা বনাম কে.এম. মাদাপা (২০০৮) ১৩ এসসিসি ১৭৯: [২০০৮] ৪ এসসিআর ১০১১; রমেশ

চাঁদ আরদোয়াটিয়া বনাম অনিল পাঞ্জওয়ানি (২০০৩) ৭ এসসিসি ৩৫০: [২০০৩] ৩ এসসিআর ১১৪৯ – উল্লেখ করা হয়েছে।

১.২ সিদ্ধান্ত – সিপিসি-এর আদেশ VIII বিধি ৬ক লিখিত বিবৃতি দাখিল করার পর পাল্টা দাবি দাখিল করার উপর কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে না, বরং এই নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র কারণ উদ্ভব হওয়ার সাথে সম্পর্কিত। এই কথা বলার পর, এটি বিবাদীকে যথেষ্ট বিলম্বের সাথে পাল্টা দাবি দাখিল করার নিরঙ্কুশ অধিকার দেয় না, এমনকি যদি নির্ধারিত সীমাবদ্ধতার সময়কাল শেষ না হয়ে থাকে। আদালতকে পাল্টা দাবি দাখিল করার জন্য সর্বোচ্চ সময়সীমা বিবেচনা করতে হবে, যা বিষয়বস্তু প্রণয়ন হওয়া পর্যন্ত নির্ধারিত। এই ধরনের ক্ষেত্রে আদালতকে পাল্টা দাবি দাখিল করার অনুমতি দেওয়ার ক্ষমতা আছে, নিম্নলিখিত অন্তর্ভুক্তিমূলক কারণগুলি বিবেচনা ও মূল্যায়ন করে যা শুধুমাত্র দৃষ্টান্তমূলক, যদিও সম্পূর্ণ নয়: (i) বিলম্বের সময়কাল; (ii) উত্থাপিত কারণের জন্য নির্ধারিত সীমাবদ্ধতার সময়কাল; (iii) বিলম্বের কারণ; (iv) বিবাদীর তার অধিকারের দাবি; (v) মূল মামলা এবং পাল্টা দাবির মধ্যে কারণের সাদৃশ্য; (vi) নতুন মামলার খরচ; (vii) অবিচার এবং প্রক্রিয়ার অপব্যবহার; (viii) বিপরীত পক্ষের ক্ষতি; (ix) এবং প্রতিটি মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি; (x) কোনো অবস্থাতেই, বিষয়বস্তু প্রণয়নের পরে নয়। [অনুচ্ছেদ ১৯, ২০] [২৩১-ই-এইচ; ২৩২-এ-ডি]

মোহন এম. শান্তনাগৌদার, বিচারপতি এর মতে (আংশিকভাবে সম্পূরক এবং আংশিকভাবে ভিন্নমত পোষণ করে)

১.১ আদেশ VIII বিধি ৯ এর একটি সরল পাঠ থেকে বোঝা যায় যে আদালত তার উপযুক্ত মনে করা শর্তে যেকোনো পরবর্তী আর্জি অনুমতি দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। এই ধরনের পরবর্তী আর্জি বা অতিরিক্ত লিখিত বিবৃতিতে একটি পাল্টা দাবি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। এর কারণ হলো বিধি ৯ পরবর্তী আর্জি হিসাবে উত্থাপিত দাবির প্রকৃতির উপর কোনো বাধা তৈরি করে না। যতক্ষণ পর্যন্ত আদালত মনে করে যে একটি পাল্টা দাবিকে পরবর্তী আর্জি হিসাবে অনুমতি দেওয়া সঠিক হবে, লিখিত বিবৃতি দাখিল করার পরেও পাল্টা দাবি দাখিল করা সম্ভব। এর পাশাপাশি, আদেশ VI বিধি ১৭, সিপিসি এর অধীনে মূল লিখিত বিবৃতির সংশোধনের মাধ্যমে একটি বিলম্বিত পাল্টা দাবি প্রবর্তন করাও সম্ভব। তবে, আদেশ VIII বিধি ৯ এর মতো, সংশোধিত লিখিত বিবৃতির মাধ্যমে এই ধরনের পাল্টা দাবি দাখিল করা আদালতের অনুমতির সাপেক্ষে, এবং বিবাদীকে

অধিকার হিসাবে এটি দেওয়া হয় না। আদালত তার আদেশ VIII বিধি ৯ এবং আদেশ VI বিধি ১৭, সিপিসি এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে লিখিত বিবৃতির পর পাল্টা দাবি দাখিল করার অনুমতি দিতে পারে। আদেশ VIII বিধি ১০ এর অধীনে, আদালত মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে উপযুক্ত মনে করলে লিখিত বিবৃতি দাখিল করার বিলম্ব ক্ষমা করার ক্ষমতা রাখে। যদি তাই হয়, তবে কেন আদালত কর্তৃক পাল্টা দাবি দাখিল করার বিলম্বও ক্ষমা করা যাবে না তার কোনো কারণ নেই। আদেশ VIII এর বিধি ৬ক, ৯ এবং ১০ এবং আদেশ VI বিধি ১৭, সিপিসি এর সম্মিলিত এবং সুসংগত পাঠ থেকে বোঝা যায় যে, আদালতকে লিখিত বিবৃতি দাখিল করার পরেও পাল্টা দাবি দাখিল করার অনুমতি দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তা সীমাবদ্ধতা আইন, ১৯৬৩ এর অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে থাকে। [অনুচ্ছেদ ৮, ১০ এবং ১১] [২৩৬-ছ-এইচ; ২৩৭-এ-বি; ২৩৭-এফ-এইচ; ২৩৮-এইচ; ২৩৯-এ-বি]

১.২ এমনটা সম্ভব যে লিখিত বিবৃতি দাখিল করার সময়, বিবাদী তার পাল্টা দাবির কারণ সৃষ্টিকারী ঘটনা সম্পর্কে অবগত নন। উদাহরণস্বরূপ, বাদী কর্তৃক তার বোনের বিরুদ্ধে সম্পত্তির শিরোনাম ঘোষণার মামলায়, বিবাদী লিখিত বিবৃতি দাখিল করার সময় নাও জানতে পারে যে বাদী তার উল্লেখিত সম্পত্তিতে রাখা তার জিনিসপত্র অন্যায়ভাবে আটকে রেখেছে। এমন পরিস্থিতিতে, যদিও তার জিনিসপত্র অন্যায়ভাবে আটকে রাখার পাল্টা দাবির কারণ লিখিত বিবৃতি দাখিল করার আগেই উদ্ভূত হয়ে থাকতে পারে, তার পক্ষে উক্ত পাল্টা দাবি উত্থাপন করা সম্ভব নাও হতে পারে। একইভাবে, ন্যায়বিচারে সীমিত প্রবেশাধিকার, বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চলে, পক্ষগুলির আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, বিলম্বিত পাল্টা দাবি দাখিল করতে বাধ্য করতে পারে। দ্বিতীয়ত, আদেশ VIII বিধি ৬খ এর একটি পাঠ থেকে বোঝা যায় যে এটি শুধুমাত্র সেইসব ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ যেখানে পাল্টা দাবি লিখিত বিবৃতির সাথে করা হয়। এমন পরিস্থিতিতে যেখানে লিখিত বিবৃতির সংশোধনের মাধ্যমে বা পরবর্তী আর্জি হিসাবে একটি বিলম্বিত পাল্টা দাবি উত্থাপিত হয়, বিধি ৬খ প্রযোজ্য বলে গণ্য করা যাবে না। এর কারণ হলো এমন কোনো ক্ষেত্রে, যদি আদালত বিধি ৬খ এর একটি প্রযুক্তিগত ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে একটি বিলম্বিত পাল্টা দাবি দাখিল করার অনুমতি না দেয়, তাহলে বিবাদী তবুও এই ধরনের দাবির জন্য একটি নতুন মামলা দায়ের করতে স্বাধীন থাকবে। তিনি, এই ধরনের বিষয়ে, পৃথক মামলা দায়ের করার পর, আদালতকে মামলাগুলি ক্লাব করতে বা একই সাথে শুনতে অনুরোধ করতে পারেন। এটি বিচার প্রক্রিয়াকে আরও বিলম্বিত করতে পারে

এবং অবশ্যই প্রথম মামলার বাদীকে সাহায্য করবে না, যিনি বিলম্বিত পাল্টা দাবি দাখিল করার বিরোধিতা করে থাকতে পারেন। এই ধরনের কার্যক্রমের বহুবিধতা সিপিসি-তে বিধি ৬ক-৬ছ প্রবর্তনের উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে যায়। সুতরাং, আদেশ VIII এর অধীনে বিধানগুলি বিচ্ছিন্নভাবে পড়া উচিত নয়, বরং সম্মিলিত এবং সুসংগতভাবে পড়া উচিত, এবং বিধি ৬খ আদালতের দেরিতে পাল্টা দাবি দাখিল করার অনুমতি দেওয়ার বিবেচনামূলক ক্ষমতার উপর সীমাবদ্ধতা হিসাবে পড়া যায় না। অতএব, আমি উত্তরদাতার আইনজীবীর উত্থাপিত যুক্তিতে কোনো জোর পাই না। [অনুচ্ছেদ ১২] [২৪০-এফ-এইচ; ২৪১-এ-ই]

২. একটি সেট-অফ এবং একটি পাল্টা দাবির প্রকৃতি ভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ, একটি সেট-অফকে অবশ্যই বাদীর দাবির প্রকৃতির অনুরূপ হতে হবে এবং একই লেনদেন থেকে উদ্ভূত হতে হবে। এই প্রয়োজনীয়তাগুলি পাল্টা দাবির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, যা "বাদী থেকে বিবাদীর উদ্ভূত কারণের সাথে সম্পর্কিত কোনো অধিকার বা দাবি" এর সাথে সম্পর্কিত হতে পারে, যেমন আদেশ VIII বিধি ৬ক(১) এ বলা হয়েছে। উপরন্তু, সেট-অফ এর ক্ষেত্রে, আদেশ VIII বিধি ৬ক(৪) এর মতো কোনো বিধান নেই, যা নির্ধারণ করে যে একটি সেট-অফকে একটি প্লিন্ট হিসাবে গণ্য করতে হবে। সুতরাং, মনে হয় যে বিধায়ক সচেতনভাবে বিধি ৬ক-তে পাল্টা দাবি দাখিল করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা বাদ দেওয়া উপযুক্ত মনে করেছেন। এমন পরিস্থিতিতে, এই বিধিতে একটি সীমাবদ্ধতা পড়া যায় না। উত্তরদাতা আদেশ VIII বিধি ১ক এর উপর নির্ভর করেছেন, যা একটি পাল্টা দাবির সমর্থনে নথিগুলিকে লিখিত বিবৃতির সাথে উপস্থাপন করার প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয়তাটিকে বাধ্যতামূলক হিসাবে পড়া উচিত নয়। বিধি ১ক(২) নিজেই এমন দৃষ্টান্ত প্রদান করে যেখানে এই ধরনের নথি বিবাদীর দখলে থাকে না, তাকে সেই ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতে বলে যার দখলে নথিগুলি রয়েছে। তদনুসারে, বিধি ১ক(৩) (২০০২ সালে সংশোধিত) আরও প্রদান করে যে এই নথিগুলি পরে, আদালতের অনুমতি নিয়ে উপস্থাপন করা যেতে পারে। এই বিধানগুলিতে প্রদত্ত বিচক্ষণতা এই সিদ্ধান্তে সমর্থন করে যে লিখিত বিবৃতি দাখিল করার পরেও, আদালতের অনুমতি নিয়ে একটি পাল্টা দাবি দাখিল করা সম্ভব। পদ্ধতিগত নিয়মগুলিকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত নয় যাতে ন্যায়বিচারকে বাধাগ্রস্ত করা হয়, বরং এটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত। যখন আদালত ন্যায়বিচার করতে প্রস্তুত হয়, তখন তাদের প্রযুক্তিগততার মধ্যে চূড়ান্ত লক্ষ্যটি হারালে চলবে না। কিছু ক্ষেত্রে, এর অর্থ হলো যে নিয়মগুলি ঐতিহ্যগতভাবে বাধ্যতামূলক হিসাবে বিবেচিত হয়েছে, সেগুলিকে এমনভাবে পরিবর্তন করা যেতে পারে যাতে তাদের উদ্দেশ্য এবং মৌলিক ন্যায়বিচার বাধাগ্রস্ত না হয়। পদ্ধতিগত নিয়মগুলির ব্যাখ্যা করার সময় সমতা এবং ন্যায়বিচারকে সর্বাগ্রে বিবেচনা করতে

হবে, তবে আইনসভার উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল না করে। সুতরাং, সীমাবদ্ধতা আইনের অধীনে যে নিয়মগুলি দীর্ঘ সময় ধরে বিলম্বিত পাল্টা দাবি দাখিল করার অনুমতি দিতে পারে, সেগুলিকে ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করার জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়। [অনুচ্ছেদ ১৩, ১৪ এবং ১৭] [২৪১-ডি-এইচ; ২৪২-এ-বি; ২৪২-জি-এইচ; ২৪৩-এ-বি]

৩. যদিও বিধি ৬ক লিখিত বিবৃতি দাখিল করার পর পাল্টা দাবি দাখিল করার অনুমতি দেয়, তবে আদালত অত্যন্ত দেরিতে দাখিল করা হলে তা প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা রাখে। তবে, মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য, যথাযথতা দাবি করে যে এই ক্ষমতা শুধুমাত্র বিচারের জন্য বিষয়বস্তু প্রণয়ন হওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করা উচিত। এই পর্যায়ের বাইরে পাল্টা দাবি মঞ্জুর করলে কেবল বিচার দীর্ঘায়িত হবে না, বরং সময়ের সাথে সাথে বাদীর অর্জিত অধিকারও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। একই সাথে, ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে, কার্যক্রমের বহুবিধতা এবং কার্যকর পুনঃবিচারের পরিস্থিতি প্রতিরোধ করতে, আদালত বিষয়বস্তু প্রণয়নের পরেও পাল্টা দাবি গ্রহণ করতে পারে, যতক্ষণ না আদালত প্রমাণ লিপিবদ্ধ করা শুরু করে। এর কারণ হলো বিষয়বস্তু প্রণয়ন এবং প্রমাণ লিপিবদ্ধ করা শুরু করার মধ্যবর্তী সময়ে আইনি কার্যক্রমে কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয় না। বিলম্বিত পাল্টা দাবি দাখিল করার অনুমতি দেওয়ার সময় বেশ কিছু বিষয় বিবেচনা করতে হবে। প্রথমত, আদালতকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে যে পাল্টা দাবি গ্রহণ করতে অস্বীকার করার কারণে বিবাদীর কোনো অবিচার বা অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে না, অথবা পাল্টা দাবি মঞ্জুর করার কারণে বাদীর কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। অবশ্যই, যেহেতু বিবাদীর একটি পৃথক মামলায় তার কারণ অনুসরণ করার বিকল্প থাকবে, তাই বিবাদীর ক্ষতির প্রশ্ন সাধারণত উঠবে না। দ্বিতীয়ত, ন্যায়বিচারের স্বার্থকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে এবং পদ্ধতি মৌলিক ন্যায়বিচারকে ছাড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। তৃতীয়ত, পাল্টা দাবির বিধানগুলির অন্তর্নিহিত মামলার বহুবিধতা হ্রাস করা এবং দ্রুত বিচার নিশ্চিত করার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলিকে যথাযথ বিবেচনা করতে হবে। [অনুচ্ছেদ ২৩, ২৪] [২৪৫-ডি-এইচ; ২৪৬-ক-ডি]

৪. লিখিত বিবৃতির সাথে পাল্টা দাবি দাখিল করা বাধ্যতামূলক নয়। আদালত, তার বিবেচনামূলক ক্ষমতা প্রয়োগ করে, লিখিত বিবৃতি দাখিল করার পরেও পাল্টা দাবি দাখিল করার অনুমতি দিতে পারে। তবে, যথাযথতা দাবি করে যে এই ক্ষমতা সাধারণত বিচারের জন্য বিষয়বস্তু প্রণয়ন হওয়া পর্যন্ত পাল্টা দাবি দাখিল করার অনুমতি দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা উচিত। এই সীমা পর্যন্ত,

মাননীয় ভাইদের সিদ্ধান্তে একমত পোষণ করা হয়েছে। তবে, ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে, বাদীর পক্ষে প্রমাণ লিপিবদ্ধ করা শুরু হওয়ার পর্যায় পর্যন্ত লিখিত বিবৃতির পরে পাল্টা দাবি দাখিল করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। [অনুচ্ছেদ ২৫] [২৪৬-ই-জি]

রমেশ চাঁদ আরদাওয়াতিয়া বনাম অনিল পাঞ্জওয়ানি (২০০৩) ৭ এসসিসি ৩৫০ : [২০০৩] ৩ এসসিআর ১১৪৯; মহেন্দ্র কুমার বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য (১৯৮৭) ৩ এসসিসি ২৬৫ : [১৯৮৭] ৩ এসসিআর ১৫৫; শান্তি রানী দাস দেওয়ানজি বনাম দীনেশ চন্দ্র দে (১৯৯৭) ৮ এসসিসি ১৭৪ : [১৯৯৭] ৪ সম্পূরক এসসিআর ১৭৭; গায়ত্রী উইমেন্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন বনাম গৌরাম্মা (২০১১) ২ এসসিসি ৩৩০ : [২০১১] ২ এসসিআর ৪৭; বিজয় প্রকাশ জারাথ বনাম তেজ প্রকাশ জারাথ (২০১৬) ১১ এসসিসি ৮০০ – নিশ্চিত করা হয়েছে।

সেলেম অ্যাডভোকেট বার অ্যাসোসিয়েশন, টি.এন. বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (২০০৫) ৬ এসসিসি ৩৪৪০ : [২০০৫] ১ সম্পূরক এসসিআর ৯২৯ – নির্ভর করা হয়েছে।

রোহিত সিং বনাম বিহার রাজ্য (২০০৬) ১২ এসসিসি ৭৩৪ : [২০০৬] ৭ সম্পূরক এসসিআর ২৭৮ – ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

অশোক কুমার কালরা বনাম উইং সিডিআর সুরেন্দ্র অগ্নিহোত্রী ও অন্যান্যরা [২০২০] ২ এসসিসি ৩৯৪; রোহিত সিং বনাম বিহার রাজ্য (২০০৬) ১২ এসসিসি ৭৩৪ : [২০০৬] ৭ সম্পূরক এসসিআর ২৭৮; বল্লেপান্ডা পি. পুনছা বনাম কে. এম. মাদাপা, (২০০৮) ১৩ এসসিসি ১৭৯ : [২০০৮] ৪ এসসিআর ১০১১ – উল্লেখ করা হয়েছে।

<u>মামলা প্রসঙ্গ</u>

এন. ভি. রমনা, মোহন এম. শান্তনাগৌদার এবং অজয় রাস্তোগি, বিচারপতিগন এর রায়ে

[২০০৫] ১ সম্পূরক এস.সি.আর. ৯২৯	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৪
[১৯৭০] ১ এস.সি.আর. ২২	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৪
[১৯৮৭] ৩ এস.সি.আর. ১৫৫	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ১৪
[১৯৯৬] ২ সম্পূরক এস.সি.আর. ৫০৯	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ১৪
[১৯৯৭] ৪ সম্পূরক এস.সি.আর. ১৭৭	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ১৪
(২০১৬) ১১ এস.সি.সি. ৮০০	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ১৫
[২০০৮] ৪ এস.সি.আর. ১০১১	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ১৫
[২০০৩] ৩ এস.সি.আর. ১১৪৯	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ১৫

মোহন এম. শান্তনাগৌদার বিচারপতির বিচারে, (আংশিকভাবে পরিপূরক এবং আংশিকভাবে ভিন্নমত)

(২০২০) ২ এস.সি.সি. ৩৯৪	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ২
[২০০৩] ৩ এস.সি.আর. ১১৪৯	নিশ্চিতকৃত	অনুচ্ছেদ ৯
[২০০৫] ১ সম্পূরক এস.সি.আর. ৯২৯	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১০
[১৯৮৭] ৩ এস.সি.আর. ১৫৫	নিশ্চিতকৃত	অনুচ্ছেদ ১১
[১৯৯৭] ৪ সম্পূরক এস.সি.আর. ১৭৭	নিশ্চিতকৃত	অনুচ্ছেদ ১১
[২০০৬] ৭ সম্পূরক এস.সি.আর. ২৭৮	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ১৮
[২০০৮] ৪ এস.সি.আর. ১০১১	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ২০
[২০১১] ২ এস.সি.আর. ৪৭	নিশ্চিতকৃত	অনুচ্ছেদ ২১
(২০১৬) ১১ এস.সি.সি. ৮০০	নিশ্চিতকৃত	অনুচ্ছেদ ২২

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ার: ২০১৮ এর বিশেষ অনুমতি আবেদন (দেওয়ানী) নং ২৩৫৯৯।

২০০৯ সালের দেওয়ানি সংশোধন নং ২৫৩-এ এলাহাবাদের হাইকোর্টের ০১.০৫.২০১৮ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভূত।

আপিলকারীর পক্ষে কে. কে. ত্যাগী, সর্বম ঋতম খারে, আইনজীবীরা।

উত্তরদাতাদের পক্ষে দীনেশ দ্বিবেদী, প্রবীণ আইনজীবী, সৈয়দ হাসান ইসফাহানি, কৃষ্ণন মিশ্র, যশার্থ কান্ত, নিশান্ত সিং, রোহিত কুমার সিং, আইনজীবীরা।

আদালতের রায় প্রদান করেন

এন. ভি. রামানা, বিচারপতি।

১. পদ্ধতিগত ন্যায়বিচার সম্পর্কিত প্রশ্নগুলি সাধারণ আইন আদালতের জীবনে অসাধারণভাবে দীর্ঘস্থায়ী এবং স্বাভাবিক। তবে, একটি নিখুঁত পদ্ধতিগত ব্যবস্থা অর্জন করা সম্ভব বা সাশ্রয়ী হতে পারে, বরং ব্যয়, সময় এবং নির্ভুলতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণের আরও পরিচালনাযোগ্য মানদণ্ডের জন্য আকাঙ্ক্ষা করা প্রয়োজন।

২. আমাদের সামনে উপস্থিত বর্তমান রেফারেন্সটি এই আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চ দ্বারা ১০.০৯.২০১৮ তারিখে জারিকৃত আদেশ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যেখানে একটি মামলায় বিবাদী কর্তৃক পাল্টা দাবি দাখিল সংক্রান্ত দেওয়ানী কার্যবিধি (এরপর "সিপিসি" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে), এর আদেশ VIII বিধি ৬ক এর ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে। ১০.০৯.২০১৮ তারিখের রেফারেন্স আদেশটি নিচে দেওয়া হলো:

"……

মাননীয় ভারতের প্রধান বিচারপতির কাছে কাগজপত্র পেশ করা হবে একটি তিন বিচারপতির বেঞ্চ গঠনের জন্য, আমাদের পূর্ববর্তী রায়গুলির প্রভাব এবং দেওয়ানী কার্যবিধি, আদেশ VIII বিধি ৬ক এর ভাষা বাধ্যতামূলক প্রকৃতির কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

৩. আমরা আরও অগ্রসর হওয়ার আগে, এই রেফারেন্সের নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় সংক্ষিপ্ত বাস্তব পটভূমি উল্লেখ করা দরকার। আবেদনকারী (২ নং বিবাদী) এবং ১ নং উত্তরদাতা (বাদী) এর মধ্যে ২০.১১.১৯৮৭ এবং ০৪.১০.১৯৮৯ তারিখের বিক্রয় চুক্তি সম্পাদনের বিষয়ে একটি বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল। ১ নং উত্তরদাতা (বাদী) ০২.০৫.২০০৮ তারিখে আবেদনকারী (২ নং বিবাদী) এর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কার্যকারিতার জন্য মামলা দায়ের করেন। আবেদনকারী (২ নং বিবাদী) এই মামলায় ০২.১২.২০০৮ তারিখে একটি লিখিত বিবৃতি এবং ১৫.০৩.২০০৯ তারিখে একটি পাল্টা দাবি দাখিল করেন। ১২.০৫.২০০৯ তারিখের আদেশ দ্বারা, বিচার আদালত লিখিত বিবৃতি দাখিল করার পর এবং বিষয়বস্তু প্রণয়নের পর পাল্টা দাবি দাখিল সংক্রান্ত আপত্তিগুলি প্রত্যাখ্যান করেন। ১৫.০৫.২০০৯ তারিখের আদেশটি হাইকোর্টে, দেওয়ানী রিভিশন নং ২৫৩, ২০০৯ এর মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল, হাইকোর্ট এটিকে মঞ্জুর করে এবং পাল্টা দাবিটি বাতিল করে। হাইকোর্টের উপরোক্ত আদেশ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে, আবেদনকারী (২ নং বিবাদী) এই আদালতের ডিভিশন বেঞ্চের কাছে যান, যা বিষয়টি তিন বিচারপতির বেঞ্চে রেফার করেছে।

৪. আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী জমা দিয়েছেন যে সিপিসি-এর আদেশ VIII বিধি ৬ক এর উদ্দেশ্য হল পাল্টা দাবি দাখিল করার জন্য একটি সক্ষমকারী বিধান প্রদান করা, যাতে কার্যক্রমের বহুবিধতা এড়ানো যায়, এর ফলে আদালতের সময় বাঁচানো যায় এবং পক্ষগুলির অসুবিধা এড়ানো যায়। অতএব, আদালতের এখতিয়ারের উপর কোনো নির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ বাধা বা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়নি, তবে উক্ত বিধানের অধীনে একটি সীমাবদ্ধতা রয়েছে যা প্রদান করে যে পাল্টা দাবির কারণ মামলা দায়ের করার আগে বা পরে উদ্ভূত হতে হবে, কিন্তু বিবাদী তার প্রতিরক্ষা দাখিল করার আগে। বিজ্ঞ আইনজীবী আরও জমা দিয়েছেন যে যদি পাল্টা দাবি অনুমতি দিলে বিচার দীর্ঘায়িত হয় এবং মামলা নিষ্পত্তিতে বিলম্ব হয়, তাহলে আদালত তার বিবেচনামূলক ক্ষমতা প্রয়োগ করে পাল্টা দাবি দাখিল করার অনুমতি না দিতে পারে। এই আদালতের রায়, সেলেম অ্যাডভোকেট বার অ্যাসোসিয়েশন, তামিলনাড়ু বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া, AIR ২০০৫ SC ৩৩৫৩, এবং জয় জয় রাম

মনোহর লাল বনাম ন্যাশনাল বিল্ডিং ম্যাটেরিয়াল সাপ্লাই, গুরগাঁও, (১৯৬৯) ১ এসসিসি ৮৬৯ এর উপর নির্ভর করে, বিজ্ঞ আইনজীবী পরিশেষে জমা দিয়েছেন যে পদ্ধতিগত নিয়মগুলিকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত নয় যা শেষ পর্যন্ত ন্যায়বিচারের ব্যর্থতার দিকে নিয়ে যায়।

৫. অন্যদিকে, উত্তরদাতার বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী জমা দিয়েছেন যে সংবিধির ভাষা এবং আদেশের পরিকল্পনা নির্দেশ করে যে পাল্টা দাবি লিখিত বিবৃতির অংশ হতে হবে। বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী এই উপরোক্ত যুক্তিকে শক্তিশালী করেছেন এই বিধিবদ্ধ প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করে যে পাল্টা দাবি সম্পর্কিত কারণ লিখিত বিবৃতি দাখিল করার আগে উদ্ভূত হতে হবে, এবং জমা দিয়েছেন যে পাল্টা দাবি তাই লিখিত বিবৃতির একটি অংশ গঠন করা উচিত। বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী সিপিসি-এর আদেশ VIII বিধি ৬ এর ভাষার উপরও নির্ভর করেছেন, যা একটি বিবাদীর সেট-অফ দাবিকে লিখিত বিবৃতির অংশ হতে বলে, এই পরামর্শ দিতে যে একই নিয়মগুলি পাল্টা দাবি দাখিল করার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হওয়া উচিত, সিপিসি-এর আদেশ VIII বিধি ৬ক-তে পাল্টা দাবি সম্পর্কিত বিধানের স্থানকে মাথায় রেখে।

৬. আমরা উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য দীর্ঘক্ষণ শুনেছি এবং রেকর্ডভুক্ত উপাদান পরীক্ষা করেছি। রেফারেন্স এবং পক্ষগুলির পক্ষ থেকে উত্থাপিত যুক্তির আলোকে, এই আদালতের বিবেচনার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উদ্ভূত হয়:

১) সিপিসি-এর আদেশ VIII বিধি ৬ক কি লিখিত বিবৃতি দাখিল করার পর পাল্টা দাবি দাখিল করার উপর একটি নিষেধাজ্ঞা বাধ্যতামূলক করে?

২) যদি উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর নেতিবাচক হয়, তাহলে লিখিত বিবৃতি দাখিল করার পর পাল্টা দাবি দাখিল করার উপর কী কী সীমাবদ্ধতা রয়েছে?

৭. শুরুতেই বলতে দ্বিধা নেই যে পদ্ধতিগত ন্যায়বিচার মৌলিক ন্যায়বিচারকে আরও গতি দিতে অন্তর্ভুক্ত। এটিই জাতীয় আদালত কর্তৃক প্রদত্ত প্রসারিত পদ্ধতিগত ন্যায্যতা, যা বৈধতা যোগ করে এবং সাধারণ জনগণের সমর্থন আকর্ষণ করে। অন্যদিকে, আমাদের অবশ্যই নিশ্চিততা এবং স্পষ্টতা প্রদানের বিধায়কদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। মৌলিক ন্যায়বিচারের নামে, সীমাহীন এবং অবাধ অধিকার প্রদান করা নিজেই অনিশ্চয়তার জন্য ক্ষতিকর হবে এবং আইনহীনতার অবস্থার দিকে নিয়ে যাবে। এই বিষয়ে, এই আদালতকে দুটি ধরণের ন্যায়বিচারকে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং সুসংগতভাবে সেলাই করতে হবে, যাতে একটি কার্যকর, নির্ভুল এবং অংশগ্রহণমূলক বিচার ব্যবস্থা থাকে।

৮. পদ্ধতিগত ন্যায়বিচারের সূক্ষ্মতা পর্যবেক্ষণ করে, আমাদের মনোযোগ সিপিসি-এর আদেশ VIII এর দিকে ফেরাতে হবে, যা লিখিত বিবৃতি, সেট-অফ এবং পাল্টা দাবি নিয়ে কাজ করে। সিপিসি-এর আদেশ VIII এর বিধি ১ থেকে ৫ লিখিত বিবৃতি নিয়ে কাজ করে। লিখিত বিবৃতি নিয়ে কাজ করা এই আদেশটি দেওয়ানী কার্যবিধি (সংশোধন) আইন, ২০০২ (আইন নং ২২, ২০০২) (এরপরে বলা হয়েছে "আইন ২২, ২০০২") দ্বারা ব্যাপকভাবে সংশোধিত হয়েছিল, যেখানে বিবাদী, তার উপর সমন জারির তারিখ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে তার প্রতিরক্ষার একটি লিখিত বিবৃতি উপস্থাপন করবে। যদি সে উক্ত ত্রিশ দিনের মধ্যে লিখিত বিবৃতি দাখিল করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তাকে লিখিতভাবে কারণ লিপিবদ্ধ করে আদালত কর্তৃক নির্দিষ্ট অন্য কোনো দিনে তা দাখিল করার অনুমতি দেওয়া হবে, তবে তা সমন জারির তারিখ থেকে নব্বই দিনের বেশি হবে না।

৯. সিপিসি-এর আদেশ VIII বিধি ৬ লিখিত বিবৃতিতে সেট-অফের বিবরণ নির্দিষ্ট করে এবং এটি নিম্নরূপ:

আদেশ VIII বিধি ৬:

৬. লিখিত বিবৃতিতে সেট-অফের বিবরণ দিতে হবে:- (১) যেখানে অর্থ পুনরুদ্ধারের একটি মামলায় বিবাদী বাদীর দাবির বিরুদ্ধে বাদী থেকে তার আইনত পুনরুদ্ধারযোগ্য যেকোনো নির্দিষ্ট অর্থের সেট-অফ দাবি করে, যা আদালতের আর্থিক এখতিয়ারের সীমা অতিক্রম করে না, এবং উভয় পক্ষই বাদীর মামলায় যে চরিত্রে থাকে সেই একই চরিত্রে থাকে, বিবাদী মামলার প্রথম শুনানিতে, কিন্তু পরে আদালতের অনুমতি ছাড়া নয়, সেট-অফ হিসাবে চাওয়া ঋণের বিবরণ সম্বলিত একটি লিখিত বিবৃতি উপস্থাপন করতে পারে।

(২) সেট-অফের প্রভাব:- লিখিত বিবৃতির একটি ক্রস-মামলায় প্লিন্টের মতো একই প্রভাব থাকবে, যাতে আদালত মূল দাবি এবং সেট-অফ উভয় ক্ষেত্রেই চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করতে সক্ষম হয়; তবে এটি ডিক্রিকৃত অর্থের উপর কোনো আইনজীবী এর তার প্রাপ্য খরচের জন্য লিয়েনকে প্রভাবিত করবে না।

(৩) বিবাদী কর্তৃক লিখিত বিবৃতি সম্পর্কিত নিয়মগুলি সেট-অফ দাবির উত্তরে লিখিত বিবৃতিতে প্রযোজ্য।

আদেশ VIII বিধি ৬ক, যা পাল্টা দাবি সম্পর্কিত, নিম্নরূপ:

আদেশ VIII বিধি ৬ক:

৬ক. বিবাদী কর্তৃক পাল্টা দাবি-(১) একটি মামলায় বিবাদী, বিধি ৬ এর অধীনে সেট-অফ আর্জি করার অধিকার

ছাড়াও, বাদীর দাবির বিরুদ্ধে পাল্টা দাবি হিসাবে, বাদীর বিরুদ্ধে বিবাদীর উদ্ভূত কারণের সাথে সম্পর্কিত কোনো অধিকার বা দাবি উত্থাপন করতে পারে, যা মামলা দায়ের করার আগে বা পরে কিন্তু বিবাদী তার প্রতিরক্ষা দাখিল করার আগে বা তার প্রতিরক্ষা দাখিল করার জন্য নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার আগে উদ্ভূত হয়েছে, তা এমন পাল্টা দাবি ক্ষতির দাবির প্রকৃতির হোক বা না হোক:

তবে শর্ত থাকে যে, এমন পাল্টা দাবি আদালতের আর্থিক এখতিয়ারের সীমা অতিক্রম করবে না।

(২) এমন পাল্টা দাবির একটি ক্রস-মামলার মতো একই প্রভাব থাকবে, যাতে আদালত একই মামলায়, মূল দাবি এবং পাল্টা দাবি উভয় ক্ষেত্রেই চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করতে সক্ষম হয়।

(৩) বিবাদীর পাল্টা দাবির উত্তরে বাদী আদালত কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি লিখিত বিবৃতি দাখিল করতে স্বাধীন থাকবে।

(৪) পাল্টা দাবিকে একটি প্লিন্ট হিসাবে গণ্য করা হবে এবং প্লিন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিয়মাবলী দ্বারা পরিচালিত হবে।

১০. সুতরাং, সিপিসি-এর আদেশ VII। বিধি ৬ অনুসারে, বিবাদী অর্থ পুনরুদ্ধারের একটি মামলায় বাদীর দাবির বিরুদ্ধে বাদী থেকে তার আইনত পুনরুদ্ধারযোগ্য যেকোনো নির্দিষ্ট অর্থের সেট-অফ দাবি করতে পারে। পক্ষান্তরে, বিধি ৬ক বিবাদী কর্তৃক পাল্টা দাবি নিয়ে কাজ করে, যে অনুযায়ী একটি মামলায় বিবাদী, বিধি ৬ এর অধীনে সেট-অফ আর্জি করার অধিকার ছাড়াও, বাদীর দাবির বিরুদ্ধে পাল্টা দাবি হিসাবে, বাদীর বিরুদ্ধে বিবাদীর উদ্ভূত কারণের সাথে সম্পর্কিত কোনো অধিকার বা দাবি উত্থাপন করতে পারে, যা মামলা দায়ের করার আগে বা পরে কিন্তু বিবাদী তার প্রতিরক্ষা দাখিল করার আগে বা তার প্রতিরক্ষা দাখিল করার জন্য নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার আগে উদ্ভূত হয়েছে, তা এমন পাল্টা দাবি ক্ষতির দাবির প্রকৃতির হোক বা না হোক।

১১. পাল্টা দাবিকে একটি প্লিন্ট হিসাবে গণ্য করা হবে এবং প্লিন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিয়মাবলী দ্বারা পরিচালিত হবে। আদেশ VII। বিধি ৬-ছ বলে যে বিবাদী কর্তৃক লিখিত বিবৃতি সম্পর্কিত নিয়মগুলি পাল্টা দাবির উত্তরে দাখিলকৃত লিখিত বিবৃতিতে প্রযোজ্য হবে। বিধি ৮ অনুসারে, মামলা দায়ের করার বা সেট-অফ বা পাল্টা দাবি দাবি করে লিখিত বিবৃতি উপস্থাপনের পরে উদ্ভূত কোনো প্রতিরক্ষার কারণ বিবাদী বা বাদী, যেমনটি হতে পারে, তার লিখিত বিবৃতিতে উত্থাপন করতে পারে। আদেশ VII। এর বিধি ৯, সেট-অফ বা পাল্টা দাবির প্রতিরক্ষার

উপায় ব্যতীত বিবাদীর লিখিত বিবৃতির পরবর্তী আর্জি উপস্থাপন নিষিদ্ধ করে, আদালতের অনুমতি ছাড়া এবং আদালত যেরূপ শর্ত উপযুক্ত মনে করে; এবং বিধানটি আরও নির্ধারণ করে যে আদালত যেকোনো সময় পক্ষগুলির কাছ থেকে একটি লিখিত বিবৃতি বা অতিরিক্ত লিখিত বিবৃতি চাইতে পারে এবং তা উপস্থাপনের জন্য ত্রিশ দিনের বেশি নয় এমন একটি সময়সীমা নির্ধারণ করতে পারে। পরবর্তী আর্জি সম্পর্কিত এই সংশোধনীটি আইন ২২, ২০০২ এর মাধ্যমে সিপিসি-তে করা হয়েছিল। পুনরাবৃত্তির ঝুঁকি নিয়ে আমরা আদেশ VIII বিধি ৬ক এর অধীনে পাল্টা দাবি দাখিল করার শর্তগুলি উল্লেখ করতে পারি:

i. পাল্টা দাবি ক্ষতির দাবি বা অন্য কোনো কিছুর জন্য হতে পারে।

ii. পাল্টা দাবি এমন কারণের সাথে সম্পর্কিত হওয়া উচিত, যা মামলা দায়ের করার আগে বা পরেও উদ্‌ভূত হতে পারে।

iii. যদি পাল্টা দাবির কারণ মামলা দায়ের করার পরে উদ্‌ভূত হয়, তাহলে তা লিখিত বিবৃতি দাখিল করার আগে বা এর জন্য নির্দিষ্ট সময়ের আগে উদ্‌ভূত হওয়া উচিত।

যখন আমরা আদেশ VIII সিপিসি-এর সম্পূর্ণ পরিকল্পনা দেখি, তখন এটি সুস্পষ্টভাবে বিধায়কদের উদ্দেশ্যকে নির্দেশ করে, যা দেরিতে লিখিত বিবৃতি, সেট-অফ এবং পাল্টা দাবি দাখিল করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ন্যায়বিচারকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

১২. আমাদের মনে রাখতে হবে যে বিধি ৬ক সিপিসি-তে দেওয়ানী কার্যবিধি (সংশোধন) আইন, ১৯৭৬ (আইন নং ১০৪, ১৯৭৬) দ্বারা প্রবর্তন করা হয়েছিল, এবং সংশোধনের আগে, অর্থ মামলা ব্যতীত, অন্য মামলায় পাল্টা দাবি বা সেট-অফ আর্জি করা যেত না। ভারতের আইন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী, কার্যক্রমের বহুবিধতা এড়ানোর জন্য, বিধি ৬ক দ্বারা পাল্টা দাবি দেওয়ানী কার্যবিধিয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। দেওয়ানী কার্যবিধি (সংশোধন) আইন, ১৯৭৬ (আইন নং ১০৪, ১৯৭৬) প্রণয়নের উদ্দেশ্য ও কারণগুলি ছিল-

১) একজন বিবাদীর প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের স্বীকৃত নীতি অনুযায়ী একটি ন্যায্য বিচার পাওয়া উচিত।

২) দেওয়ানী মামলা ও কার্যক্রমের নিষ্পত্তি দ্রুত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা উচিত, যাতে ন্যায়বিচার বিলম্বিত না হয়;

৩) পদ্ধতি জটিল হওয়া উচিত নয় এবং যতদূর সম্ভব, সম্প্রদায়ের দরিদ্র অংশকে ন্যায্য আচরণ নিশ্চিত করা উচিত, যাদের মামলা রক্ষার জন্য একজন আইনজীবী নিয়োগের সামর্থ্য নেই।

১৩. আমরা আরও এগিয়ে যাওয়ার আগে, এটি উল্লেখ করা উপযুক্ত মনে করি যে পদ্ধতিগত আইনের অধীনে কোনো বিধান এমনভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত নয় যাতে এটি আদালতকে অসহায় করে তোলে [স্যালেম অ্যাডভোকেট বার অ্যাসোসিয়েশন কেস (উপরোক্ত) দেখুন]। প্রকৃতপক্ষে, একটি মামলার পদ্ধতিগত উপাদানগুলির বিষয়ে দেওয়ানি আদালতকে ব্যাপক বিচক্ষণতা দেওয়া হয়েছে। এই আদালত যেমন মনে করে, পদ্ধতিগত আইন কোনো অত্যাচারী নয় বরং একজন সেবক, কোনো বাধা নয় বরং বিচার প্রতিষ্ঠায় একটি সহায়ক।

১৪. এখন আমাদের এই আদালতের কিছু পূর্ববর্তী রায় পর্যালোচনা করতে হবে যা আদেশ VIII বিধি ৬ক নিয়ে কাজ করেছে। মহেন্দ্র কুমার এবং অন্যান্য বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য এবং অন্যান্য, (১৯৮৭) ৩ এসসিসি ২৬৫ [এরপর থেকে 'মহেন্দ্র কুমার কেস' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে], যেখানে ১৮৭৮ সালের ভারতীয় ট্রেজার ট্রোভ অ্যাক্টের ১৪ ধারার অধীনে পাল্টা-দাবি খারিজ করে নিচের আদালতগুলির সমান্তরাল সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করা হয়েছিল, সেখানে এই আদালত, সিপিসি-এর আদেশ VIII এর বিধি ৬ক(১) এর পরিধি বিবেচনা করার সময় রায় দিয়েছে যে, আপাতদৃষ্টিতে, বিধি ৬ক(১) বিবাদী কর্তৃক লিখিত বিবৃতি দাখিল করার পরে পাল্টা-দাবি দাখিল করতে বাধা দেয় না। যেহেতু পাল্টা-দাবির কারণ লিখিত বিবৃতি দাখিল করার আগেই উদ্ভূত হয়েছিল, তাই পাল্টা-দাবিটি রক্ষণীয় বলে বিবেচিত হয়েছিল। এই আদালত আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে, ১৯৬৩ সালের তামাদি আইনের অনুচ্ছেদ ১১৩ অনুসারে, মোকদ্দমা করার অধিকার উৎপন্ন হওয়ার তারিখ থেকে তামাদির সময়কাল তিন বছর, যখন সময়কাল তফসিলের অন্য কোথাও দেওয়া নেই। যেহেতু পাল্টা-দাবি মোকদ্দমা করার অধিকার উৎপন্ন হওয়ার তারিখ থেকে তিন বছরের মধ্যে দাখিল করা হয়েছিল, এই আদালত রায় দিয়েছে যে বিজ্ঞ জেলা জজ এবং হাইকোর্ট পাল্টা-দাবি খারিজ করে ভুল করেছিলেন। পাল্টা-দাবি দাখিল করার জন্য তামাদি মেয়াদের প্রযোজ্যতা সংক্রান্ত বিষয়টি জগ মোহন চাওলা এবং অন্য বনাম ডেরা রাধা স্বামী সৎসঙ্গ ও অন্যান্য, (১৯৯৬) ৪ এসসিসি ৬৯৯ এবং শান্তি রানী দাস দেওয়ানজি (শ্রীমতী) বনাম দীনেশ চন্দ্র দে (মৃত) এলআরএস দ্বারা, (১৯৯৭) ৮ এসসিসি ১৭৪ তেও আলোচিত হয়েছিল।

১৫. বিজয় প্রকাশ জারথ বনাম তেজ প্রকাশ জারথ, (২০১৬) ১১ এসসিসি ৮০০ মামলায়, এই আদালত নিচের আদালতকে পাল্টা-দাবি বিবেচনা করার নির্দেশ দিয়েছিল যা ইস্যু গঠনের আড়াই বছর পরে দাখিল করা হয়েছিল, যেহেতু প্রমাণ তখনও বিচারাধীন ছিল এবং এই আদালত মনে করেছিল যে বাদীর কোনো ক্ষতি হবে না। তবে, বোল্লেপান্ডা পি. পোনচা ও অন্যান্যরা বনাম কে.এম. মাদাপ্পা, (২০০৮) ১৩ এসসিসি ১৭৯ [এরপর থেকে 'বোল্লেপান্ডা পোনচা কেস' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে] মামলায়, এই আদালত রমেশ চাঁদ আর্দাওয়াটিয়া বনাম অনিল পানজওয়ানি, (২০০৩) ৭ এসসিসি ৩৫০ উল্লেখ করে দেরিতে পাল্টা-দাবি দাখিলকে নিরুৎসাহিত করেছিল। উপরন্তু, আদালত এই ধরনের দেরিতে দাখিল করার অনুমতি দিলে সৃষ্ট গুরুতর ক্ষতির বিষয়ে স্পষ্টীকরণ দিয়েছিল।

যাই হোক, বোল্লেপান্ডা পোনচা মামলায় (উপরোক্ত), আদালত আর কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারেনি কারণ পাল্টা-দাবি এই ভিত্তিতে খারিজ করা হয়েছিল যে লিখিত বিবৃতি দাখিল করার পরে এর কারণ উদ্‌ভূত হয়েছিল।

১৬. পাল্টা-দাবি দাখিল করার সময়সীমা আইনসভা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রদান করা হয়নি, বরং শুধুমাত্র কারণের উদ্ভব হওয়ার ক্ষেত্রেই সময়সীমা প্রদান করা হয়েছে। উপরের নজিরগুলোতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, লিখিত বিবৃতি সংশোধনের সম্ভাবনা থাকার কারণে আরও জটিলতা সৃষ্টি হয়। তবে, আমরা বলতে পারি যে একটি মামলায় পাল্টা-দাবি দাখিল করার অধিকার স্পষ্টভাবে সীমাবদ্ধ রয়েছে আদেশ VIII বিধি ৬ক-এর অধীনে কারণ উদ্‌ভূত হওয়ার জন্য নির্ধারিত নিষেধাজ্ঞার দ্বারা। এই কথা বলার অর্থ এই নয় যে লিখিত বিবৃতি দাখিল করার পরে যেকোনো সময় পাল্টা-দাবি দাখিল করা যেতে পারে। যেহেতু পাল্টা-দাবিকে আরজি হিসাবে গণ্য করা হয়, তাই সাধারণত এটিকে প্রথমে ১৯৬৩ সালের তামাদি আইনের অধীনে প্রদত্ত সময়সীমার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে, কারণ কেবল এই কারণে যে কারণটি আদেশ VIII বিধি ৬ক-এর পরামিতি অনুসারে উদ্‌ভূত হয়েছে, তাই পাল্টা-দাবির আড়ালে সময়-বারিত মামলা গ্রহণ করা যাবে না।

১৭. পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে আমরা যেমন আলোচনা করেছি, পদ্ধতিগত আইনের পুরো উদ্দেশ্য হল আইনি প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠু বিচার প্রদানের ক্ষেত্রে আরও কার্যকর করা। বিশেষ করে, সিপিসি-এর আদেশ VIII-এ বিধি ৬ক প্রবর্তনের উদ্দেশ্য হল পক্ষগুলোকে পৃথক মামলা দাখিল করতে বাধ্য করে এবং পক্ষগুলোর মধ্যে বিরোধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করে মামলার বহুগুণতা এড়ানো। যদি এই বিধানকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয় যে এটি পাল্টা-দাবি দেরিতে দাখিল করার অনুমতি দেয়, তবে বিধানটি নিজেই অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে এবং যে উদ্দেশ্যে সংশোধনীটি করা হয়েছে তা ব্যর্থ হয় এবং শেষ পর্যন্ত এটি প্রকাশ্যভাবে বিচারিক ত্রুটির দিকে নিয়ে যায়। একই সময়ে, এমন কোনো কঠোর এবং অতি-প্রযুক্তিগত পদ্ধতি থাকতে পারে না যে বিধানটি নির্ধারণ করে যে পাল্টা-দাবি লিখিত বিবৃতির সাথে দাখিল করতে হবে এবং এর বাইরে আদালতের কোনো ক্ষমতা নেই। আদালত, পাল্টা-দাবির সমর্থনে উল্লিখিত কারণগুলো বিবেচনা করে, সংশোধনীর পেছনের উদ্দেশ্য এবং ন্যায়ের পরিসমাপ্তি বজায় রাখার জন্য একটি ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতি অবলম্বন করবে। এমন কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম থাকতে পারে না যে একটি নির্দিষ্ট সময়ে পাল্টা-দাবি দাখিল করতে হবে, আদালতের উপর অর্পিত বিচক্ষণতা খর্ব করে। বিচারিক আদালতকে বিচক্ষণতার সাথে কাজ করতে হবে এবং একটি সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে হবে যে পাল্টা-দাবিকে অনুমতি দিয়ে বিপরীত পক্ষের কোনো ক্ষতি হবে না, প্রক্রিয়াটি অযথা বিলম্বিত

হবে না এবং এটি বিচারের সর্বোত্তম স্বার্থে এবং সংশোধনীর মাধ্যমে যে উদ্দেশ্যগুলো অর্জন করতে চাওয়া হয়েছে সেগুলোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তবে, আমরা এই সুচিন্তিত মত পোষণ করি যে, ইস্যু গঠনের পরে এবং মামলা যথেষ্ট অগ্রসর হওয়ার পরে বিবাদীকে পাল্টা-দাবি দাখিল করার অনুমতি দেওয়া যাবে না। এটি ন্যায়ের কারণকে ব্যর্থ করবে এবং সিপিসি-এর নির্দিষ্ট সংশোধনীর উদ্দেশ্য ও কারণগুলোতে নিহিত দ্রুত বিচারের নীতির পরিপন্থী হবে।

১৮. এই বিষয়ে আইন স্পষ্ট করে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে মহেন্দ্র কুমার মামলাটি (উপরোক্ত) সেই মামলার তথ্যের মধ্যেই বোঝা এবং সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, এমনকি যদি একটি পাল্টা-দাবি তামাদি মেয়াদের মধ্যে দাখিল করা হয়, তবুও বিচারিক আদালতকে দ্রুত বিচারের অধিকার এবং পাল্টা-দাবি দাখিল করার অধিকারের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য তার বিচক্ষণতা প্রয়োগ করতে হবে, যাতে মৌলিক বিচার ব্যর্থ না হয়। পাল্টা-দাবির রক্ষণীয়তা নিশ্চিত করার জন্য বিচারিক আদালতের উপর অর্পিত বিচক্ষণতা প্রতিটি মামলার তথ্য ও পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন বিবেচনার দ্বারা সীমাবদ্ধ। আমরা উল্লেখ করতে পারি যে কোনো কঠোর সূত্র থাকতে পারে না, বরং পাল্টা-দাবি গ্রহণ করার আগে অসংখ্য কারণ বিবেচনায় নিতে হবে।

১৯. আমরা উল্লেখ করতে পারি যে যেকোনো বিপরীত ব্যাখ্যা একটি বিবাদীর পাল্টা-দাবি দাখিল করার অধিকারের অপ্রয়োজনীয় সংকোচন ঘটাবে। এই আদালতকে সারা দেশের মামলাকারীদের মুখোমুখি হওয়া ব্যবহারিক অসুবিধাগুলো স্বীকার করতে হবে। দ্রুত বিচারের প্রশংসনীয় লক্ষ্য অর্জন করাটাই একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে না, বরং কার্যকর বিচার যেখানে সকল পক্ষকে পর্যাপ্ত সুযোগ প্রদান করা হয়, সেটিকেও স্বীকৃতি দিতে হবে [স্যালেম অ্যাডভোকেট বার অ্যাসোসিয়েশন কেস (উপরোক্ত) দেখুন]।

২০. আমরা আমাদের অনুসন্ধানগুলো সংক্ষিপ্ত করছি যে, সিপিসি-এর আদেশ VIII বিধি ৬ক লিখিত বিবৃতি দাখিল করার পরে পাল্টা-দাবি দাখিল করার উপর কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে না, বরং কারণ উদ্ভূত হওয়ার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই কথা বলার অর্থ এই নয় যে বিবাদীর পাল্টা-দাবি দেরিতে দাখিল করার নিরঙ্কুশ অধিকার রয়েছে, এমনকি যদি নির্ধারিত তামাদি মেয়াদ শেষ না হয়। আদালতকে পাল্টা-দাবি দাখিল করার জন্য বাহ্যিক সময়সীমা বিবেচনায় নিতে হবে, যা ইস্যু গঠনের সময় পর্যন্ত নির্ধারিত। এই ধরনের ক্ষেত্রে আদালত পাল্টা-দাবি দাখিল করার অনুমতি দেওয়ার জন্য বিচক্ষণতা প্রয়োগ করতে পারে, নিম্নলিখিত সহায়ক কারণগুলো বিবেচনা করে এবং মূল্যায়ন করে, যদিও এগুলো কেবল দৃষ্টান্তমূলক, সম্পূর্ণ নয়:

i. বিলম্ব সময়কাল।

ii. দাবি করা কারণের জন্য নির্ধারিত তামাদি সময়কাল।

iii. বিলম্বের কারণ।

iv. বিবাদীর অধিকারের দাবি।

v. মূল মামলা এবং পাল্টা-দাবির মধ্যে কারণগত মিল।

vi. নতুন মামলার খরচ।

vii. অবিচার এবং প্রক্রিয়ার অপব্যবহার।

viii. বিপরীত পক্ষের ক্ষতি।

ix. এবং প্রতিটি মামলার তথ্য ও পরিস্থিতি।

x. যে কোনো ক্ষেত্রে, ইস্যু গঠনের পরে নয়।

২১. আমরা সেই অনুযায়ী রেফারেন্সের উত্তর দিচ্ছি। এই তাৎক্ষণিক বিশেষ অনুমতির আবেদনটি মাননীয় ভারতের প্রধান বিচারপতির আদেশ প্রাপ্তির পর একটি উপযুক্ত বেঞ্চের সামনে রাখা যেতে পারে, যাতে মামলার যোগ্যতার ভিত্তিতে বিবেচনা করা যায়।

মোহন এম. শান্তনগৌডার, বিচারপতি

১. আমি এই রেফারেন্সে আমার বিজ্ঞ ভাইদের দেওয়া মতামত পড়েছি। আমি তাদের সিদ্ধান্তের সাথে একমত যে একটি আদালত তার বিচক্ষণতা প্রয়োগ করতে পারে এবং লিখিত বিবৃতি দাখিল করার পরে, বিচারিক ইস্যু গঠনের পর্যায় পর্যন্ত পাল্টা-দাবি দাখিল করার অনুমতি দিতে পারে। তবে, এর পাশাপাশি, আমি মনে করি যে ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে, পাল্টা-দাবি পরবর্তীতে দাখিল করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে বাদীর পক্ষে সাক্ষ্য গ্রহণের শুরু পর্যন্ত। আমি এই মতামতের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে আসার কারণগুলো উল্লেখ করা উপযুক্ত মনে করি।

২. এই রেফারেন্সটি এসএলপি (দেওয়ানী) নং ২৩৫৯৯/২০১৮-এ অশোক কুমার কালরা বনাম উইং সিডিআর সুরেন্দ্র অগ্নিহোত্রী এবং অন্যান্যরা-এর ক্ষেত্রে এই আদালতের ১০.০৯.২০১৮ তারিখের আদেশ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে:

"আমাদের পূর্ববর্তী রায়গুলির প্রভাব এবং দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ VIII বিধি ৬ক এর ভাষা বাধ্যতামূলক প্রকৃতির কিনা তা দেখার জন্য কাগজপত্র মাননীয় ভারতের প্রধান বিচারপতির সামনে একটি তিন বিচারপতির বেঞ্চ গঠনের জন্য রাখা হোক।"

মূলত, এই আদালতের পূর্ববর্তী রায়গুলোর আলোকে, এই আদালতে যে প্রশ্নটি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, বিবাদীর পাল্টা-দাবি লিখিত বিবৃতির সাথে দাখিল করা বাধ্যতামূলক কিনা।

৩. উভয় পক্ষের আইনজীবী ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধির [এরপর থেকে "সিপিসি"] আদেশ VIII বিধি ৬ক এর পরিধি এবং পাল্টা-দাবি লিখিত বিবৃতির সাথে অবশ্যই দাখিল করতে হবে কিনা তা নিয়ে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। যেহেতু আমার বিজ্ঞ ভাই বিচারপতি দ্বারা যুক্তিগুলো বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সেহেতু সংক্ষেপে এখানে সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করা হয়নি।

৪. এই মামলার আইনি প্রশ্নগুলোর বিস্তৃতি সম্পূর্ণরূপে বোঝার জন্য, যে প্রেক্ষাপটে পাল্টা-দাবি সংক্রান্ত নিয়মগুলো সিপিসি-তে প্রবর্তন করা হয়েছিল তা উপলব্ধি করা অপরিহার্য। ১৯০৮ সালের মূল সিপিসি-তে পাল্টা-দাবি দাখিল করার কোনো সংবিধিবদ্ধ অধিকার প্রদান করা হয়নি। সেই সময়ে, আদেশ VIII শুধুমাত্র লিখিত বিবৃতি এবং সেট-অফ সংক্রান্ত ছিল। এই বাদ পড়া বিষয়টি লক্ষ্য করে, ভারতের আইন কমিশন তার ২৭তম এবং ৫৪তম প্রতিবেদনে সুপারিশ করেছিল যে, একাধিক প্রক্রিয়া এড়াতে এবং পাল্টা-দাবি আদৌ গ্রহণ করা যাবে কিনা সে বিষয়ে অস্পষ্টতা দূর করতে সিপিসি-তে পাল্টা-দাবি সংক্রান্ত স্পষ্ট বিধান অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এই সুপারিশগুলো ১৯৭৬ সালের দেওয়ানি কার্যবিধি (সংশোধন) আইনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছিল, যা সিপিসি-এর আদেশ VIII-এ নিম্নলিখিত নিয়মগুলো প্রবর্তন করে:

"বিধি ৬ক. বিবাদী কর্তৃক পাল্টা-দাবি—

(১) একটি মামলায় একজন বিবাদী, বিধি ৬ এর অধীনে একটি সেট-অফ দাবি করার অধিকার ছাড়াও, বাদীর দাবির বিরুদ্ধে পাল্টা-দাবি হিসাবে যেকোনো অধিকার বা দাবি উত্থাপন করতে পারে যা মামলা দাখিল করার আগে বা পরে কিন্তু বিবাদী তার প্রতিরক্ষা দাখিল করার আগে বা তার প্রতিরক্ষা দাখিল করার জন্য নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হওয়ার আগে উদ্ভূত হয়েছে, সেটি ক্ষতির দাবির প্রকৃতির হোক বা না হোক: তবে শর্ত থাকে যে, এই ধরনের পাল্টা-দাবি আদালতের এখতিয়ারের আর্থিক সীমা অতিক্রম করবে না।

(২) এই ধরনের পাল্টা-দাবির একটি ক্রস-সুট-এর মতো একই প্রভাব থাকবে যাতে আদালত একই মামলায় মূল দাবি এবং পাল্টা-দাবি উভয়ের উপর একটি চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করতে সক্ষম হয়।

(৩) বাদীকে বিবাদীর পাল্টা-দাবির উত্তরে লিখিত বিবৃতি দাখিল করার স্বাধীনতা থাকবে, আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে।

(৪) পাল্টা-দাবিকে একটি আরজি হিসাবে গণ্য করা হবে এবং আরজির জন্য প্রযোজ্য নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হবে।

৬খ. পাল্টা-দাবি উল্লেখ করতে হবে—যেখানে কোনো বিবাদী পাল্টা-দাবির অধিকার সমর্থনকারী কোনো ভিত্তির উপর নির্ভর করতে চায়, সেখানে সে তার লিখিত বিবৃতিতে বিশেষভাবে উল্লেখ করবে যে সে এটি পাল্টা-দাবি হিসাবে করছে।

৬গ. পাল্টা-দাবি বাদ দেওয়া—যেখানে একজন বিবাদী একটি পাল্টা-দাবি উত্থাপন করে এবং বাদী বিতর্ক করে যে সেই দাবিটি পাল্টা-দাবি হিসাবে নিষ্পত্তি করা উচিত নয় বরং একটি স্বাধীন মামলায়, সেখানে বাদী পাল্টা-দাবি সংক্রান্ত ইস্যুগুলো নিষ্পত্তি হওয়ার আগে যেকোনো সময় আদালতে আবেদন করতে পারে যে এই ধরনের পাল্টা-দাবি বাদ দেওয়া হোক, এবং আদালত এই ধরনের আবেদনের শুনানিতে উপযুক্ত আদেশ দিতে পারে।

৬ঘ. মামলার স্থগিতাদেশের প্রভাব—যদি কোনো ক্ষেত্রে বিবাদী একটি পাল্টা-দাবি উত্থাপন করে, এবং বাদীর মামলা স্থগিত, বন্ধ বা খারিজ হয়, তবুও পাল্টা-দাবি নিয়ে এগিয়ে যাওয়া যেতে পারে।

৬ঙ. পাল্টা-দাবির উত্তরে বাদীর ব্যর্থতা—যদি বাদী বিবাদী কর্তৃক উত্থাপিত পাল্টা-দাবির উত্তরে একটি জবাব দিতে ব্যর্থ হয়, তবে আদালত তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত পাল্টা-দাবি সংক্রান্ত রায় ঘোষণা করতে পারে, অথবা পাল্টা-দাবি সংক্রান্ত উপযুক্ত আদেশ দিতে পারে।

৬চ. পাল্টা-দাবি সফল হলে বিবাদীর প্রতিকার—যেখানে কোনো মামলায় একটি সেট-অফ বা পাল্টা-দাবি বাদীর দাবির বিরুদ্ধে একটি প্রতিরক্ষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং বাদী বা বিবাদীর কাছে, যেমনটি হতে পারে, কোনো ভারসাম্য পাওনা থাকে, সেখানে আদালত সেই পক্ষকে রায় দিতে পারে যার এমন ভারসাম্যের অধিকার আছে।

৬ছ. লিখিত বিবৃতি সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রযোজ্য হবে—বিবাদী কর্তৃক দাখিল করা লিখিত বিবৃতি সংক্রান্ত নিয়মাবলী পাল্টা-দাবির উত্তরে দাখিল করা লিখিত বিবৃতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।"

৫. প্রথম বারের মতো, আদেশ VIII-এ বিধি ৬ক-৬ছ প্রবর্তনের মাধ্যমে বিবাদীকে পাল্টা-দাবি দাখিল করার একটি স্পষ্ট অধিকার দেওয়া

হয়েছিল এবং সেগুলোর পরিচালনার নিয়মাবলী নির্ধারণ করা হয়েছিল। এই কাঠামোয়, বিধি ৬ক(১) হল মূল বিধান। এটি বিশেষভাবে পাল্টা-দাবি দাখিল করার অধিকার প্রদান করে। এর পাশাপাশি, এটি পাল্টা-দাবির কারণের উদ্ভবের উপর একটি সুনির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতাও আরোপ করে। এটি এই প্রয়োজনীয়তার আকারে যে, পাল্টা-দাবি সংক্রান্ত কারণটি মামলা দাখিল করার আগে বা পরে কিন্তু বিবাদী তার প্রতিরক্ষা দাখিল করার আগে (অর্থাৎ লিখিত বিবৃতি দাখিল করার আগে), অথবা এই ধরনের প্রতিরক্ষা দাখিল করার সময়সীমা শেষ হওয়ার আগে উদ্ভূত হতে হবে।

এছাড়াও, বিধি ৬ক(২) এর অধীনে, একটি পাল্টা-দাবিকে একটি ক্রস-সুট-এর আরজির মতো একই প্রভাব আছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে আদালত একই মামলায় মূল দাবি এবং পাল্টা-দাবি উভয়ের উপর একটি চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করতে সক্ষম হয়। সুতরাং, এটি স্পষ্ট যে বিধি ৬ক সাবধানে নকশা করা হয়েছে যাতে মামলার বহুগুণতা এড়ানোর উদ্দেশ্য পূরণ হয়।

৬. এটি স্পষ্ট যে বিধি ৬ক(১) শুধুমাত্র সেই সময়সীমার উপর একটি সীমাবদ্ধতা আরোপ করে যার মধ্যে পাল্টা-দাবির কারণ উদ্ভূত হতে হবে। এই সীমাবদ্ধতা ব্যতীত, বিধি ৬ক(১) তে পাল্টা-দাবিটি কখন দাখিল করতে হবে সে বিষয়ে কোনো স্পষ্ট নির্দেশনা নেই। এই বিষয়ে, বিধি ৬ক(৪) প্রদান করে যে একটি পাল্টা-দাবি আরজির জন্য প্রযোজ্য নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয়। এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে একটি আরজিকে ১৯৬৩ সালের তামাদি আইন [এরপর থেকে "তামাদি আইন"] এর অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপস্থাপন করতে হবে। পাল্টা-দাবির ক্ষেত্রেও, সেগুলো দাখিল করার সময়কাল ১৯৬৩ সালের তামাদি আইনের ধারা ৩(২)(খ)(ii) থেকে অনুমান করা যেতে পারে, যা নিম্নরূপ:

"(২) এই আইনের উদ্দেশ্যে,—

(খ) সেট-অফ বা পাল্টা-দাবির মাধ্যমে যেকোনো দাবিকে একটি পৃথক মামলা হিসাবে গণ্য করা হবে এবং এটি দাখিল করা হয়েছে বলে ধরা হবে—

(ii) একটি পাল্টা-দাবির ক্ষেত্রে, যে তারিখে পাল্টা-দাবি আদালতে করা হয়েছে;"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

এই বিধান বাধ্যতামূলক করে যে একটি পাল্টা-দাবির জন্য প্রযোজ্য তামাদি সময়কাল নির্ধারণের জন্য, এটিকে একটি পৃথক মামলা হিসাবে গণ্য করতে হবে, যা সেই তারিখে দাখিল করা হয়েছে বলে ধরা হবে যে তারিখে এটি আদালতে করা হয়েছে। সুতরাং, স্পষ্টভাবে, আদেশ VIII বিধি

৬ক(৪) এর বিধানের সাথে সঙ্গতি রেখে, তামাদি আইনও একটি পাল্টা-দাবিকে আরজির মতো গণ্য করে। এর অর্থ হল, আরজির মতো, পাল্টা-দাবি দাখিল করার সময়সীমাও দাবির প্রকৃতির উপর নির্ভর করে এবং সেই অনুযায়ী তামাদি আইনে নির্ধারিত সময়কাল দ্বারা পরিচালিত হয়।

৭. উপরের আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে একটি পাল্টা-দাবি দাখিল করা যেতে পারে যদি দুটি শর্ত পূরণ হয়: প্রথমত, এর কারণ আদেশ VIII বিধি ৬ক(১) এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়; এবং দ্বিতীয়ত, এটি তামাদি আইনের অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দাখিল করা হয়। স্পষ্টতই, বিধি ৬ক নিজেই বিশেষভাবে দাবি করে না যে একটি পাল্টা-দাবি লিখিত বিবৃতির সাথে দাখিল করতে হবে। এই বিধিের অধীনে কোনো নির্দিষ্ট নির্দেশনা না থাকায়, পাল্টা-দাবি লিখিত বিবৃতির পরে দাখিল করা যেতে পারে কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য সিপিসি-এর অন্যান্য বিধানের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

৮. আদেশ VIII বিধি ৯ এর একটি উল্লেখ দিয়ে শুরু করা উপযুক্ত হবে, যেখানে বলা হয়েছে:

"৯. পরবর্তী আবেদন—বিবাদীর লিখিত বিবৃতির পরে সেট-অফ বা পাল্টা-দাবির প্রতিরক্ষা ব্যতীত অন্য কোনো আবেদন আদালতের অনুমতি ব্যতীত এবং আদালত যেমন উপযুক্ত মনে করে তেমন শর্তে উপস্থাপন করা যাবে না; তবে আদালত যেকোনো সময় যেকোনো পক্ষ থেকে একটি লিখিত বিবৃতি বা অতিরিক্ত লিখিত বিবৃতি চাইতে পারে এবং তা উপস্থাপনের জন্য ত্রিশ দিনের বেশি সময় নির্ধারণ করবে না।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

এই বিধি অনুসারে, লিখিত বিবৃতি দাখিল করার পরে, আদালতের অনুমতি ব্যতীত একটি সেট-অফ বা পাল্টা-দাবির প্রতিরক্ষা দাবি করা যায়। তবে, লিখিত বিবৃতির পরে দাখিল করতে চাওয়া অন্য কোনো আবেদনের জন্য আদালতের অনুমতি প্রয়োজন। এই বিধি আদালতকে ত্রিশ দিনের বেশি নয় এমন সময়ের মধ্যে একটি লিখিত বিবৃতি বা অতিরিক্ত লিখিত বিবৃতি দাখিল করার অনুমতি দেওয়ার বিচক্ষণতাও প্রদান করে।

আদেশ VIII বিধি ৯ এর সরল পাঠ স্পষ্ট করে যে আদালত তার উপযুক্ত মনে করা শর্তে যেকোনো পরবর্তী আবেদন অনুমোদনের বিচক্ষণতা রাখে। এখানে উপলব্ধি করা গুরুত্বপূর্ণ যে এই ধরনের পরবর্তী আবেদন বা অতিরিক্ত লিখিত বিবৃতিতে একটি পাল্টা-দাবি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। এর কারণ হল বিধি ৯ পরবর্তী আবেদন হিসাবে উত্থাপিত হতে পারে এমন দাবির প্রকৃতির উপর কোনো বাধা তৈরি করে না। যতক্ষণ না আদালত মনে করে যে একটি পরবর্তী আবেদন হিসাবে পাল্টা-দাবিকে অনুমতি দেওয়া উপযুক্ত হবে, লিখিত বিবৃতি দাখিল করার পরেও একটি পাল্টা-দাবি দাখিল করা সম্ভব।

এছাড়াও, সিপিসি-এর আদেশ VI বিধি ১৭ এর অধীনে মূল লিখিত বিবৃতির সংশোধনের মাধ্যমে একটি বিলম্বিত পাল্টা-দাবি উপস্থাপন করা সম্ভব। তবে, আদেশ VIII বিধি ৯ এর ক্ষেত্রে যেমন, একটি সংশোধিত লিখিত বিবৃতির মাধ্যমে এই ধরনের পাল্টা-দাবি দাখিল করা আদালতের অনুমতির উপর নির্ভরশীল, এবং বিবাদীকে এটি অধিকার হিসাবে দেওয়া হয় না।

৯. এই প্রসঙ্গে, রমেশ চাঁদ আরদাওয়াটিয়া বনাম অনিল পাঞ্জওয়ানি, (২০০৩) ৭ এসসিসি ৩৫০ মামলায় এই আদালতের পর্যবেক্ষণগুলো উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে:

"২৮. ১৯৭৬ সালের অ্যাক্ট ১০৪ দ্বারা সংশোধিত আদেশ ৮ এর পরিকল্পনা বিবেচনা করে, আমরা মনে করি যে একটি দেওয়ানি মামলায় পাল্টা-দাবি দাখিল বা উত্থাপন করার তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। প্রথমত, বিধি ১ এর অধীনে দাখিল করা লিখিত বিবৃতি নিজেই একটি পাল্টা-দাবি ধারণ করতে পারে যা বিধি ১ এর সাথে বিধি ৬ক পড়লে বিধি ৬ক দ্বারা প্রদত্ত আইনি অধিকার প্রয়োগে বাদীর দাবির বিরুদ্ধে একটি পাল্টা-দাবি হবে। দ্বিতীয়ত, একটি পাল্টা-দাবি সংশোধনের মাধ্যমে দাখিল করা যেতে পারে, যা আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে ইতিমধ্যে দাখিল করা লিখিত বিবৃতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তৃতীয়ত, বিধি ৯ এর অধীনে একটি পরবর্তী আবেদন হিসাবে একটি পাল্টা-দাবি দাখিল করা যেতে পারে। শেষোক্ত দুটি ক্ষেত্রে, পাল্টা-দাবি যদিও বিধি ৬ক এর সাথে সম্পর্কিত, তবে এটি অধিকার হিসাবে রেকর্ড করা যাবে না বরং আদালতের উপর অর্পিত বিচক্ষণতা দ্বারা পরিচালিত হবে, যদি সংশোধনের মাধ্যমে এটি প্রবর্তন করতে চাওয়া হয় তবে আদেশ ৬ বিধি ১৭ সিপিসি এর অধীনে, অথবা যদি পরবর্তী আবেদন হিসাবে রেকর্ড করতে চাওয়া হয় তবে আদেশ ৮ বিধি ৯ সিপিসি এর অধীনে আদালতের উপর অর্পিত বিচক্ষণতার প্রয়োগ সাপেক্ষে।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

আমি এই প্রস্তাবনার সাথে সম্পূর্ণ একমত, এবং পূর্ববর্তী আলোচনার ভিত্তিতে নিশ্চিত করছি যে আদালত সিপিসি-এর আদেশ VIII বিধি ৯ এবং আদেশ VI বিধি ১৭ এর অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে লিখিত বিবৃতির পরে একটি পাল্টা-দাবি দাখিল করার অনুমতি দেওয়ার বিচক্ষণতা রাখে।

১০. আদেশ VIII বিধি ১০ থেকেও এটি স্পষ্ট যে, সিপিসি-এর আদেশ VIII এর পরিকল্পনার অধীনে একটি বিলম্বিত পাল্টা-দাবি দাখিল করা অনুমোদিত:

"১০. যখন পক্ষ আদালত কর্তৃক তলব করা লিখিত বিবৃতি দাখিল করতে ব্যর্থ হয় তখন পদ্ধতি—যেখানে বিধি ১ বা বিধি ৯ এর অধীনে একটি

লিখিত বিবৃতি দাখিল করতে বলা কোনো পক্ষ আদালত কর্তৃক অনুমোদিত বা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তা দাখিল করতে ব্যর্থ হয়, যেমনটি হতে পারে, আদালত তার বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করবে, অথবা মামলা সংক্রান্ত এমন আদেশ দেবে যেমনটি উপযুক্ত মনে করে এবং এই ধরনের রায় ঘোষণার পর একটি ডিক্রি তৈরি করা হবে।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

এই বিধির অধীনে, নির্ধারিত সংবিধিবদ্ধ সীমার মধ্যে লিখিত বিবৃতি দাখিল না করা হলে আদালত উপযুক্ত মনে করা যেকোনো আদেশ পাস করার বিচক্ষণতা রাখে। এই বিচক্ষণতা একটি বিলম্বিত পাল্টা-দাবি দাখিল করার অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য, এই বিধানের অধীনে প্রদত্ত বিচক্ষণতার পরিধি উপলব্ধি করা সহায়ক হবে।

স্যালেম অ্যাডভোকেট বার অ্যাসোসিয়েশন, টি.এন. বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া, (২০০৫) ৬ এসসিসি ৩৪৪ মামলায়, এই আদালত, আদেশ VIII বিধি ১ এর প্রকৃতি ব্যাখ্যা করার সময়, আদেশ VIII বিধি ১০ এর অধীনে ব্যাপক বিচক্ষণতামূলক ক্ষমতার উপর নির্ভর করে, এবং নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলো করে:

"২১. এই বিধানটি ব্যাখ্যা করার সময়, আদেশ ৮ বিধি ১০ থেকেও সমর্থন পাওয়া যেতে পারে যা প্রদান করে যে, যেখানে বিধি ১ বা বিধি ৯ এর অধীনে একটি লিখিত বিবৃতি দাখিল করতে বলা কোনো পক্ষ আদালত কর্তৃক অনুমোদিত বা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তা দাখিল করতে ব্যর্থ হয়, আদালত তার বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করবে, অথবা মামলা সংক্রান্ত এমন অন্যান্য আদেশ দেবে যেমনটি উপযুক্ত মনে করে... আদেশ ৮ বিধি ১ এবং বিধি ১০ এর বিধান ব্যাখ্যা করার সময়, সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যার নীতি প্রয়োগ করা প্রয়োজন। এর প্রভাব হবে যে, আদেশ ৮ বিধি ১০ এর অধীনে, আদালত তার বিচক্ষণতায় বিবাদীকে আদেশ ৮ বিধি ১ এ প্রদত্ত ৯০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও লিখিত বিবৃতি দাখিল করার অনুমতি দেওয়ার ক্ষমতা রাখবে। আদেশ ৮ বিধি ১০ এ এমন কোনো সীমাবদ্ধতা নেই যে ৯০ দিন মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে, আরও সময় দেওয়া যাবে না। আদালতের বিস্তৃত ক্ষমতা রয়েছে 'মামলা সংক্রান্ত এমন আদেশ দিতে যেমনটি উপযুক্ত মনে করে'। সুতরাং, স্পষ্টতই, আদেশ ৮ বিধি ১ এর বিধান যা লিখিত বিবৃতি দাখিল করার জন্য ৯০ দিনের উচ্চ সীমা প্রদান করে, তা নির্দেশমূলক।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

সুতরাং, আদেশ VIII বিধি ১০ এর অধীনে, আদালত মামলার তথ্য ও পরিস্থিতি অনুসারে উপযুক্ত

মনে করলে লিখিত বিবৃতি দাখিল করতে দেরিকে ক্ষমা করার ক্ষমতা রাখে। যদি তাই হয়, তবে পাল্টা-দাবি দাখিল করতে দেরিকে কেন আদালত ক্ষমা করতে পারবে না তার কোনো কারণ নেই।

১১. আদেশ VIII এর বিধি ৬ক, ৯ এবং ১০ এবং সেইসাথে সিপিসি-এর আদেশ VI বিধি ১৭ এর একটি সম্মিলিত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ পাঠ থেকে এটি প্রকাশিত হয় যে, আদালতকে লিখিত বিবৃতি দাখিল করার পরেও পাল্টা-দাবি দাখিল করার অনুমতি দেওয়ার বিচক্ষণতা অর্পণ করা হয়েছে, যতক্ষণ না সেটি ১৯৬৩ সালের তামাদি আইন দ্বারা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে থাকে। এই বিষয়ে, আমি নিচে আলোচিত সিদ্ধান্তগুলোতে দেওয়া প্রস্তাবনাগুলোর সাথে একমত।

মহেন্দ্র কুমার বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য, (১৯৮৭) ৩ এসসিসি ২৬৫ মামলায়, এটি রায় দেওয়া হয়েছিল যে:

"১৫. যে পরবর্তী বিষয়টি বিবেচনা করার প্রয়োজন তা হলো, দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ ৮ বিধি ৬-ক (১) লিখিত বিবৃতি দাখিল করার পরে পাল্টা-দাবি দাখিল করতে বাধা দেয় কিনা। এই বিষয়টি আমাদের বেশি সময় ধরে রাখতে হবে না, কারণ বিধি ৬-ক (১) আপাতদৃষ্টিতে, বিবাদী কর্তৃক লিখিত বিবৃতি দাখিল করার পরে পাল্টা-দাবি দাখিল করতে বাধা দেয় না। বিধি ৬-ক (১) এর অধীনে যা নির্ধারণ করা হয়েছে তা হলো, একটি পাল্টা-দাবি দাখিল করা যেতে পারে, যদি কারণটি বিবাদীর প্রতিরক্ষা দাখিল করার আগে বা তার প্রতিরক্ষা দাখিল করার জন্য নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হওয়ার আগে উদ্ভূত হয়ে থাকে, সেটি ক্ষতির দাবির প্রকৃতির হোক বা না হোক। আমাদের মতে, হাইকোর্ট বিধি ৬-ক (১) এর বিধানটিকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেছে এবং ভুল বুঝেছে এই রায় দিয়ে যে, আপিলকারীরা লিখিত বিবৃতি দাখিল করার পরে পাল্টা-দাবি দাখিল করায় পাল্টা-দাবি রক্ষণীয় ছিল না... ১৯৬৩ সালের তামাদি আইনের অনুচ্ছেদ ১১৩ এর অধীনে, মোকদ্দমা করার অধিকার উৎপন্ন হওয়ার তারিখ থেকে তিন বছরের তামাদি সময়কাল এমন যেকোনো মামলার জন্য প্রদান করা হয়েছে যার জন্য তফসিলের অন্য কোথাও কোনো তামাদি সময়কাল প্রদান করা হয়নি। এটি অনস্বীকার্য যে, তামাদি আইনের ধারা ৩(২)(খ) এর অধীনে একটি মামলা হিসাবে গণ্য একটি পাল্টা-দাবি, আপিলকারীরা মোকদ্দমা করার অধিকার উৎপন্ন হওয়ার তারিখ থেকে তিন বছরের মধ্যে দাখিল করেছে।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

শান্তি রানী দাস দেওয়ানজি বনাম দীনেশ চন্দ্র দে, (১৯৯৭) ৮ এসসিসি ১৭৪ মামলায়, এটি রায় দেওয়া হয়েছিল যে পাল্টা-দাবি দাখিল করার অধিকার কারণের উদ্ভবের তারিখের সাথে সম্পর্কিত:

"২. আমাদের মতে, চ্যালেঞ্জকৃত সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই। এই ধরনের প্রশ্নটি মহেন্দ্র কুমার বনাম এম.পি. রাজ্য [(১৯৮৭) ৩ এসসিসি ২৬৫] মামলায় এই আদালতের সামনে বিশেষভাবে উত্থাপিত হয়েছিল। এই আদালত রায় দিয়েছে যে দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ VIII বিধি ৬-ক এর অধীনে পাল্টা-দাবি দাখিল করার অধিকার কারণ উদ্ভবের তারিখের সাথে সম্পর্কিত। যদি কারণটি মামলা দাখিল করার আগে বা পরে উদ্ভূত হয়, এবং এই ধরনের কারণ লিখিত বিবৃতি দাখিল করার তারিখ পর্যন্ত বা লিখিত বিবৃতি দাখিল করার বর্ধিত তারিখ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, তবে এই ধরনের পাল্টা-দাবি লিখিত বিবৃতি দাখিল করার পরেও দাখিল করা যেতে পারে। উল্লিখিত দেওয়ানি মামলা নং ২৪৮/১৯৮২, যেখানে বিবাদী-উত্তরদাতাদের দ্বারা আদেশ VIII বিধি ৬-ক এর অধীনে আবেদন দাখিল করা হয়েছিল, সেটি ১৫-৭-১৯৮২ তারিখে দাখিল করা হয়েছিল এবং আদেশ VIII বিধি ৬-ক এর অধীনে আবেদন ২২-৬-১৯৮৫ তারিখে উপস্থাপন করা হয়েছিল। এটি বলা যায় না যে মামলার বা পাল্টা-দাবির কারণ তামাদি আইনের অধীনে প্রকাশ্যে তামাদি দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

আমি নিজেকে উপরোক্ত রায়গুলোতে পাওয়া সিদ্ধান্ত থেকে ভিন্ন সিদ্ধান্তে আসতে রাজি করাতে পারছি না।

১২. বিবাদীর কাউন্সেল যুক্তি দিয়েছিলেন যে আদেশ VIII বিধি ৬ক(১) এর জন্য প্রয়োজন যে একটি পাল্টা-দাবির কারণ লিখিত বিবৃতি দাখিল করার আগে উদ্ভূত হওয়া উচিত, এবং তাই এটি যৌক্তিক যে পাল্টা-দাবি, বা যার উপর এটি ভিত্তি করে, তাও লিখিত বিবৃতিতে উল্লেখ করা উচিত। এটিকে সমর্থন করার জন্য, তিনি আদেশ VIII বিধি ৬খ এর উপর নির্ভর করেছিলেন, যা বলে যে একজন বিবাদী তার পাল্টা-দাবির অধিকারের সমর্থনে কোনো ভিত্তির উপর নির্ভর করতে চাইলে, তাকে তার লিখিত বিবৃতিতে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে যে সে এটি পাল্টা-দাবি হিসাবে করছে।

আমি দুটি কারণে এই মতের সাথে একমত নই। প্রথমত, এমনটা হতে পারে যে লিখিত বিবৃতি দাখিল করার সময়, বিবাদী তার পাল্টা-দাবির কারণ সৃষ্টিকারী ঘটনাগুলো সম্পর্কে অবগত নয়। উদাহরণস্বরূপ, বাদী কর্তৃক তার বোনের বিরুদ্ধে সম্পত্তির অধিকার ঘোষণার মামলায়, বিবাদী হয়তো তার লিখিত বিবৃতি দাখিল করার সময় জানে না যে বাদী অন্যায়ভাবে তার জিনিসপত্র আটক করে রেখেছে। এমন পরিস্থিতিতে, যদিও তার জিনিসপত্র অন্যায়ভাবে আটক রাখার পাল্টা-দাবির কারণ লিখিত বিবৃতি দাখিল করার আগে উদ্ভূত হতে পারে, তবে তার পক্ষে উল্লিখিত পাল্টা-দাবি উত্থাপন করা সম্ভব নাও হতে পারে। একইভাবে, বিশেষ

করে গ্রামীণ অঞ্চলে, পক্ষগুলির আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট দ্বারা সৃষ্ট সীমিত বিচার প্রাপ্তি, বিলম্বিত পাল্টা-দাবি দাখিল করতে বাধ্য করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, আদেশ VIII বিধি ৬খ এর একটি পর্যালোচনা থেকে বোঝা যায় যে এটি কেবলমাত্র সেইসব ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ যেখানে পাল্টা-দাবি লিখিত বিবৃতির সাথে করা হয়। যে ক্ষেত্রে লিখিত বিবৃতির সংশোধনের মাধ্যমে বা পরবর্তী আবেদন হিসাবে একটি বিলম্বিত পাল্টা-দাবি উত্থাপন করা হয়, সেখানে বিধি ৬খ প্রযোজ্য বলা যায় না। এর কারণ হল, এমন যেকোনো ক্ষেত্রে, যদি আদালত বিধি ৬খ এর একটি প্রযুক্তিগত ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে একটি বিলম্বিত পাল্টা-দাবি দাখিল করতে অস্বীকার করে, তবে বিবাদী তবুও এই ধরনের দাবির জন্য একটি নতুন মামলা দাখিল করতে স্বাধীন থাকবে। সে, এই ধরনের বিষয়গুলোতে, পৃথক মামলা দাখিল করার পরে, আদালতকে মামলাগুলো সংযুক্ত করতে বা সেগুলোর একই সাথে শুনানি করতে অনুরোধ করতে পারে। এটি বিচার প্রক্রিয়ায় আরও বিলম্ব ঘটাতে পারে এবং প্রথম মামলার বাদীকে অবশ্যই সাহায্য করবে না, যিনি হয়তো বিলম্বিত পাল্টা-দাবি দাখিল করার বিরোধিতা করেছেন। এই ধরনের একাধিক প্রক্রিয়া সেই উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে যায় যার জন্য বিধি ৬ক-৬ছ সিপিসি-তে প্রবর্তন করা হয়েছিল। সুতরাং, আদেশ VIII এর বিধানগুলো বিচ্ছিন্নভাবে পড়া উচিত নয়, বরং সম্মিলিত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পড়া উচিত, এবং বিধি ৬খ কে বিলম্বিত পাল্টা-দাবি দাখিল করার অনুমতি দেওয়ার আদালতের বিচক্ষণতার উপর সীমাবদ্ধতা হিসাবে পড়া যায় না। অতএব, আমি বিবাদীর কাউন্সেল দ্বারা উত্থাপিত যুক্তিতে কোনো শক্তি খুঁজে পাই না।

১৩. উপরন্তু, আদেশ VIII বিধি ৬ এর অধীনে সেট-অফ দাখিল করার উপর যে সীমাবদ্ধতা আছে তা বিধি ৬ক(১) এর মধ্যে পড়তে হবে এমন যুক্তি অযৌক্তিক। একটি সেট-অফ এবং একটি পাল্টা-দাবির প্রকৃতি ভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ, একটি সেট-অফকে অবশ্যই বাদীর দাবির মতো একই প্রকৃতির হতে হবে এবং একই লেনদেন থেকে উদ্ভূত হতে হবে। এই প্রয়োজনীয়তাগুলো পাল্টা-দাবির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, যা "বিবাদীর বিরুদ্ধে বাদীর পক্ষে উদ্ভূত কারণের কারণে যেকোনো অধিকার বা দাবি" এর সাথে সম্পর্কিত হতে পারে যেমনটি আদেশ VIII বিধি ৬ক(১) তে বলা হয়েছে। উপরন্তু, সেট-অফের ক্ষেত্রে, আদেশ VIII বিধি ৬ক(৪) এর মতো কোনো বিধান নেই, যা প্রদান করে যে একটি সেট-অফকে আরজি হিসাবে গণ্য করতে হবে। সুতরাং, মনে হয় যে আইনসভা বিধি ৬ক তে পাল্টা-দাবি দাখিল করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা বাদ দেওয়াকে সচেতনভাবে উপযুক্ত মনে করেছে। এই পরিস্থিতিতে, এই বিধিের মধ্যে একটি সীমাবদ্ধতা পড়া যায় না।

১৪. সবশেষে, বিবাদীর আদেশ VIII বিধি ১ক এর উপর নির্ভরতার বিষয়ে, যা একটি পাল্টা-দাবির সমর্থনে নথিগুলো লিখিত বিবৃতির সাথেই উপস্থাপন করার প্রয়োজন, আমি মনে করি যে এই প্রয়োজনীয়তাটি বাধ্যতামূলক হিসাবে পড়া উচিত নয়। বিধি ১ক(২) নিজেই এমন দৃষ্টান্ত প্রদান করে যেখানে এই ধরনের নথিগুলো বিবাদীর দখলে নেই, তাকে

সেই ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতে বলে যার দখলে নথিগুলো রয়েছে। তদনুসারে, বিধি ১ক(৩) (২০০২ সালে সংশোধিত) এছাড়াও প্রদান করে যে এই নথিগুলো পরে, আদালতের অনুমতি নিয়ে উপস্থাপন করা যেতে পারে। এই বিধানগুলোতে প্রদত্ত বিচক্ষণতা এই উপসংহারকে সমর্থন করে যে আদালতের অনুমতি নিয়ে লিখিত বিবৃতির পরেও একটি পাল্টা-দাবি দাখিল করা সম্ভব।

১৫. অবশেষে, বিলম্বিত পাল্টা-দাবির অনুমতির জন্য আদেশ VI বিধি ১৭ এবং আদেশ VIII বিধি ৯ এর অধীনে আদালতের উপর অর্পিত বিচক্ষণতার পরিধি পরীক্ষা করা বাকি থাকে। এটি নির্ধারণ করতে হবে যে কখন আদালত একটি বিলম্বিত পাল্টা-দাবি অস্বীকার করা উপযুক্ত মনে করতে পারে, যদিও এটি আদেশ VIII বিধি ৬ক এবং ১৯৬৩ সালের তামাদি আইনের কাঠামোর মধ্যে অনুমোদিত।

১৬. বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে, পাল্টা-দাবি দাখিল করার তামাদি সময়কাল দীর্ঘ হতে পারে এবং বিচার দীর্ঘায়িত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একটি সম্পত্তির অধিকার ঘোষণার মামলায়, বিবাদী পূর্ববর্তী দখলের ভিত্তিতে স্থাবর সম্পত্তির দখলের জন্য একটি পাল্টা-দাবি আনতে পারে। আদেশ VIII বিধি ৬ক এর শর্তানুযায়ী, এই ধরনের দাবি গ্রহণযোগ্য হবে যতক্ষণ না দখলচ্যুতি লিখিত বিবৃতি দাখিল করার আগে, বা লিখিত বিবৃতি দাখিল করার জন্য প্রদত্ত সময়সীমা শেষ হওয়ার আগে ঘটেছে। তবে, তামাদি আইন অনুসারে, এই ধরনের দাবি বৈধ হবে, এমনকি যদি বিবাদীর দখলচ্যুতির তারিখ থেকে বারো বছরের মধ্যে এটি আনা হয়।

এমন পরিস্থিতিতে, এমনটা হতে পারে যে পাল্টা-দাবি আনার সময়, মূল মামলার ইস্যুগুলো ইতিমধ্যেই গঠিত হয়েছে, সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে, যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে এবং রায় সংরক্ষিত হয়েছে। এই পর্যায়ে একটি পাল্টা-দাবি দাখিল করার অনুমতি দিলে কার্যত মামলার পুনরায় বিচার হবে, কারণ আদালতকে নতুন ইস্যু গঠন করতে হবে, উভয় পক্ষকে সাক্ষ্য দিতে হবে, এবং শুধুমাত্র তখনই রায় ঘোষণা করা হবে। যদি এটি অনুমোদিত হয়, তবে পাল্টা-দাবিগুলোর অনুমতির মূল উদ্দেশ্য, অর্থাৎ মামলার বহুগুণতা এড়ানো, ব্যর্থ হবে।

১৭. এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে পদ্ধতিগত নিয়মগুলোকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত নয় যাতে তা বিচারকে বাধাগ্রস্ত করে, বরং বিচারকে আরও এগিয়ে নিয়ে যায়। এর কারণ হল পদ্ধতিগত আইন বিচারকে অত্যাচারী হিসাবে পরিবেশন করার জন্য নয়, বরং এর প্রশাসনে একটি তৈল হিসাবে কাজ করার জন্য। সুতরাং, যখন আদালত বিচার করতে বসে, তখন তাদের প্রযুক্তিগততার মধ্যে চূড়ান্ত লক্ষ্যকে হারিয়ে ফেলা উচিত নয়। কিছু ক্ষেত্রে, এর অর্থ হল যে ঐতিহ্যগতভাবে

বাধ্যতামূলক হিসাবে বিবেচিত নিয়মগুলো এমনভাবে ঢালাই করা যেতে পারে যাতে তাদের উদ্দেশ্য এবং বাস্তব বিচার বাধাগ্রস্ত না হয়। এটি মনে রাখা উপযুক্ত হবে যে পদ্ধতিগত নিয়মগুলো ব্যাখ্যা করার সময় সাম্য এবং বিচার প্রধান বিবেচনা হওয়া উচিত, আইনসভার উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল না করে। সুতরাং, তামাদি আইনের অধীনে যে নিয়মগুলো দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বিলম্বিত পাল্টা-দাবি দাখিল করার অনুমতি দিতে পারে, সেগুলোকে ন্যায়ের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করতে ব্যবহার করা উচিত নয়।

১৮. এই বিষয়টি মাথায় রেখে, রমেশ চাঁদ আরদাওয়াটিয়া (উপরোক্ত) মামলায়, এই আদালত বিলম্বিত পাল্টা-দাবিগুলোর অনুমতির ক্ষেত্রে বিচক্ষণতার পরিধি বিবেচনা করেছিল। আদেশ VIII বিধি ৬ক (যেমনটি ১৯৭৬ সালে ছিল) এর প্রেক্ষাপটে আদালত কর্তৃক করা পর্যবেক্ষণগুলো উল্লেখ করা সহায়ক:

"২৮. ... পাল্টা-দাবি দাখিল করার অনুমতি দেওয়ার বিধানের উদ্দেশ্য হল বিচারিক প্রক্রিয়ার বহুগুণতা এড়ানো এবং আদালতের সময় বাঁচানো, পাশাপাশি পক্ষগুলির অসুবিধা দূর করা, যাতে একই পক্ষের মধ্যে সমস্ত বিরোধ একই প্রক্রিয়ার মধ্যে নিষ্পত্তি হয়। যদি একটি পাল্টা-দাবির অনুমতি দেওয়ার ফলস্বরূপ, সংশোধনের মাধ্যমে বা পরবর্তী আবেদনের মাধ্যমে, বিচার দীর্ঘায়িত হয়, প্রক্রিয়াগুলোর অন্যথায় মসৃণ প্রবাহ জটিল করে তোলে বা আদালত কর্তৃক ইতিমধ্যে গৃহীত পদক্ষেপগুলোতে পশ্চাদপসরণ করে মামলার অগ্রগতিতে বিলম্ব ঘটায়, তবে আদালত বিলম্বিত পাল্টা-দাবির অনুমতি না দেওয়ার জন্য তার বিচক্ষণতা প্রয়োগ করতে ন্যায়সঙ্গত হবে। আইনের প্রণেতারা কখনও পাল্টা-দাবি দ্বারা বিচারের পুনরায় শুরু করতে বা প্রক্রিয়ার অগ্রগতিকে পিছিয়ে দিতে বাধ্য করার একটি যন্ত্র হিসাবে আবেদনকে ব্যবহার করার উদ্দেশ্য করেননি। সাধারণত, একটি পাল্টা-দাবি যা মূল লিখিত বিবৃতিতে অন্তর্ভুক্ত নয় তা রেকর্ড করতে অস্বীকার করা যেতে পারে যদি ইস্যুগুলো ইতিমধ্যেই গঠিত হয় এবং মামলা বিচারের জন্য নির্ধারিত হয়, এবং তার চেয়েও বেশি যখন বিচার ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে... একটি বিলম্বিত পাল্টা-দাবি গ্রহণ করতে আদালতের অস্বীকৃতি বিবাদীর ক্ষতি করতে পারে না কারণ পাল্টা-দাবি গ্রহণ করতে অস্বীকার করা হলেও সে তার পাল্টা-দাবির কারণের ভিত্তিতে তার নিজস্ব মামলা দাখিল করতে সর্বদা স্বাধীন।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

পাল্টা-দাবি সংক্রান্ত সংবিধিবদ্ধ সংশোধনীগুলো প্রবর্তনের উদ্দেশ্য যাতে ব্যর্থ না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য এটি সঠিকভাবেই রায় দেওয়া হয়েছিল যে লিখিত বিবৃতির সংশোধনের

মাধ্যমে (আদেশ VI বিধি ১৭ এর অধীনে) বা পরবর্তী আবেদন হিসাবে (আদেশ VIII বিধি ৯ এর অধীনে) উত্থাপিত একটি বিলম্বিত পাল্টা-দাবি ইস্যু গঠনের এবং বিচার শুরু হওয়ার পরে অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।

১৯. পরে, রোহিত সিং বনাম বিহার রাজ্য, (২০০৬) ১২ এসসিসি ৭৩৪ মামলায়, এই আদালত বিলম্বিত পাল্টা-দাবি দাখিল করার ক্ষেত্রে অনুরূপ সীমাবদ্ধতা পড়েছিল:

"১৮. ...একটি পাল্টা-দাবি, নিঃসন্দেহে, লিখিত বিবৃতি দাখিল করার পরেও দাখিল করা যেতে পারে, তবে এর অর্থ এই নয় যে ইস্যু গঠনের পরে এবং সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হওয়ার পরে একটি পাল্টা-দাবি উত্থাপন করা যেতে পারে। অতএব, বিচারিক আদালত কর্তৃক ৩ থেকে ১৭ নম্বর বিবাদীদের তথাকথিত পাল্টা-দাবি, বিচারিক ইস্যু গঠনের পরে গ্রহণ করা স্পষ্টতই অবৈধ এবং এখতিয়ারবিহীন ছিল। এই সংক্ষিপ্ত ভিত্তিতে ৩ থেকে ১৭ নম্বর বিবাদীদের তথাকথিত পাল্টা-দাবি রক্ষণীয় নয় বলে ধরে নিতে হবে।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

এটি উল্লেখ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, আদালত যদিও রায় দিয়েছে যে একটি পাল্টা-দাবি লিখিত বিবৃতি দাখিল করার পরে দাখিল করা যেতে পারে, তবে এটি অবশ্যই ইস্যু গঠনের আগে এবং সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হওয়ার আগে দাখিল করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, যেহেতু উল্লিখিত বিষয়ে পাল্টা-দাবি রায় সংরক্ষিত হওয়ার পর্যায়ে দাখিল করা হয়েছিল, তাই আদালত এতটাই এগিয়ে গিয়েছিল যে এই ধরনের একটি দাবি গ্রহণ করা অবৈধ এবং এখতিয়ারবিহীন ছিল।

২০. বোল্লেপান্ডা পি. পোনচা বনাম কে. এম. মাদাপ্পা, (২০০৮) ১৩ এসসিসি ১৭৯ মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তও এই বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। রমেশ চাঁদ আরদাওয়াটিয়া (উপরোক্ত) উল্লেখ করে, এটি স্বীকার করে যে বিলম্বিত পাল্টা-দাবিগুলোকে নিরুৎসাহিত করা উচিত, এবং এই ধরনের কোনো দাবিকে অনুমতি দেওয়ার সময় গুরুতর অবিচার এবং অপূরণীয় ক্ষতির প্রশ্নগুলো বিবেচনা করার জন্য আদালতকে আহ্বান জানানো হয়েছিল। তবে, বোল্লেপান্ডা (উপরোক্ত) মামলায়, আদালতের এই প্রস্তাবনাটি আরও ব্যাখ্যা করার সুযোগ হয়নি, কারণ পাল্টা-দাবিটি এই ভিত্তিতে খারিজ করা হয়েছিল যে এর কারণ লিখিত বিবৃতি দাখিল করার পরে উদ্ভূত হয়েছিল।

২১. গায়ত্রী মহিলা কল্যাণ সমিতি বনাম গৌরাম্মা, (২০১১) ২ এসসিসি ৩৩০ মামলায়, এই আদালত আবারও একটি বিলম্বিত পাল্টা-দাবি দাখিল করার বিষয়টি খতিয়ে দেখার সুযোগ পেয়েছিল। এই ক্ষেত্রে, প্রাথমিক পাল্টা-দাবি দাখিল করা চ্যালেঞ্জের বিষয় ছিল না। বরং, আদালত একটি বিদ্যমান পাল্টা-দাবির সংশোধনের প্রভাব বিবেচনা করছিল। যদিও বিচারিক আদালত এই ধরনের একটি সংশোধনের

অনুমতি দিতে অস্বীকার করেছিল, হাইকোর্ট তা মঞ্জুর করেছিল। রমেশ চাঁদ আরদাওয়াটিয়া (উপরোক্ত) এ উল্লিখিত উদ্বেগগুলো পুনরাবৃত্তি করে, এই আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছে:

"৪৪. এখানে বিষয়টি রমেশ চাঁদ [(২০০৩) ৭ এসসিসি ৩৫০] মামলায় এই আদালত দ্বারা তুলে ধরা উদ্বেগের প্রতীক। এই পর্যায়ে একটি পাল্টা-দাবিকে অনুমতি দিলে আপিলকারীদের পক্ষে বিচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত একটি ডিক্রি পুনরায় খোলা হবে। উত্তরদাতারা বিচারিক আদালতের ডিক্রি সংশোধন/বাতিল করার জন্য কোনো তথ্যগত বা আইনি ভিত্তি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।"

আদালত রোহিত সিং (উপরোক্ত) এর উপরও নির্ভর করেছিল এবং পর্যবেক্ষণ করেছিল যে ইস্যু গঠনের পরে একটি পাল্টা-দাবি দাখিল করা যায় না।

২২. বিজয় প্রকাশ জারথ বনাম তেজ প্রকাশ জারথ, (২০১৬) ১১ এসসিসি ৮০০ মামলায়, এই আদালত রোহিত সিং (উপরোক্ত) এর সীমাবদ্ধতা আরও পরিমার্জন করে যে ইস্যু গঠিত হওয়ার পরে এবং সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হওয়ার পরে পাল্টা-দাবি উত্থাপন করা যায় না। উল্লিখিত মামলায়, যদিও ইস্যু গঠিত হয়েছিল, এবং মামলা বাদীর সাক্ষ্য গ্রহণের প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল, সেই পর্যায়ে দাখিল করা একটি পাল্টা-দাবিকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, কারণ বাদীর কোনো ক্ষতি হয়নি।

২৩. উপরোক্ত আলোচনা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করে যে, বিধি ৬ক লিখিত বিবৃতির পরে একটি পাল্টা-দাবি দাখিল করার অনুমতি দিলেও, আদালত যদি এটি অত্যন্ত বিলম্বে দাখিল করা হয় তবে তা প্রত্যাখ্যান করার বিচক্ষণতা রাখে। তবে, আমার সুচিন্তিত মতে, মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করার জন্য, ইস্যু গঠনের পর্যায় পর্যন্ত এই ধরনের বিচক্ষণতা প্রয়োগ করা উচিত। এই পর্যায় অতিক্রম করে পাল্টা-দাবিকে অনুমতি দিলে কেবল বিচার দীর্ঘায়িত হবে না, বরং সময়ের সাথে সাথে বাদীর কাছে যে অধিকারগুলো অর্জিত হতে পারে সেগুলোরও ক্ষতি হবে।

একই সময়ে, ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে, একাধিক প্রক্রিয়া এড়াতে এবং কার্যকরভাবে পুনরায় বিচারের পরিস্থিতি এড়াতে, আদালত ইস্যু গঠনের পরেও একটি পাল্টা-দাবি গ্রহণ করতে পারে, যতক্ষণ না আদালত সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু করেছে। এর কারণ হল, ইস্যু গঠন এবং সাক্ষ্য গ্রহণ শুরুর মধ্যবর্তী সময়ে আইনি কার্যক্রমে কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয় না। যদি এই সময়ে একটি পাল্টা-দাবি আনা হয়, তবে আদালত প্রয়োজন হলে একটি নতুন ইস্যু গঠন করতে পারে, এবং সেই অনুযায়ী সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে, মামলার কোনো পক্ষের অধিকারের গুরুতর ক্ষতি না করে।

এই মুহূর্তে, আমি রোহিত সিং (উপরোক্ত) এর পর্যবেক্ষণটি উল্লেখ করতে চাই যে একটি পাল্টা-দাবি, যদি ইস্যু গঠন এবং সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হওয়ার পরে দাখিল করা হয়, তবে তা অবৈধ এবং এখতিয়ারবিহীন হবে। আমার মতে, এটি আইনের সঠিক বক্তব্য নয়, কারণ সাক্ষ্য গ্রহণ শুরুর পরে পাল্টা-দাবি দাখিল করা স্বাভাবিকভাবে অবৈধ নয়। তবে, আমি দ্রুত যোগ করতে চাই যে এই ধরনের একটি পাল্টা-দাবিকে অনুমতি দেওয়া অনুচিত হবে, কারণ আদালতের বিচক্ষণতা বিচক্ষণতার সাথে এবং বাস্তবসম্মতভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

২৪. একটি বিলম্বিত পাল্টা-দাবি দাখিল করার অনুমতি দেওয়ার সময় কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে। প্রথমত, আদালতকে বিবেচনা করতে হবে যে পাল্টা-দাবি গ্রহণ করতে অস্বীকার করার কারণে বিবাদীর কোনো অবিচার বা অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে না, অথবা এটি অনুমতি দেওয়ার মাধ্যমে বাদীর কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। অবশ্যই, যেহেতু বিবাদীর একটি পৃথক মামলায় তার কারণ অনুসরণ করার বিকল্প থাকবে, তাই বিবাদীর ক্ষতির প্রশ্ন সাধারণত উঠবে না। দ্বিতীয়ত, ন্যায়ের স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে এবং পদ্ধতিগত বিষয়বস্তুকে বাস্তব বিচারের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত নয়। তৃতীয়ত, একাধিক মামলার সংখ্যা কমানো এবং পাল্টা-দাবির বিধানগুলির অন্তর্নিহিত দ্রুত বিচার নিশ্চিত করার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলোকে যথাযথ বিবেচনা দিতে হবে।

২৫. পাল্টা-দাবির উপর এই আদালতের পূর্ববর্তী রায়গুলো, সে সম্পর্কিত নিয়মাবলীতে ব্যবহৃত ভাষা, এবং আইনসভার উদ্দেশ্য বিবেচনা করে, আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে একটি পাল্টা-দাবি লিখিত বিবৃতির সাথে দাখিল করা বাধ্যতামূলক নয়। আদালত, তার বিচক্ষণতায়, পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করে লিখিত বিবৃতি দাখিল করার পরে একটি পাল্টা-দাবি দাখিল করার অনুমতি দিতে পারে। তবে, উপযুক্ততা দাবি করে যে এই ধরনের বিচক্ষণতা সাধারণত বিচারিক ইস্যু গঠনের পর্যায় পর্যন্ত একটি পাল্টা-দাবি দাখিল করার অনুমতি দেওয়ার জন্য প্রয়োগ করা উচিত। এই পর্যন্ত, আমি আমার বিজ্ঞ ভাইদের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। তবে, উপরে উল্লিখিত কারণগুলোর জন্য, আমি মনে করি যে ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে, বাদীর পক্ষে সাক্ষ্য গ্রহণের শুরু পর্যন্ত একটি লিখিত বিবৃতির পরে একটি পাল্টা-দাবি দাখিল করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।

২৬. সেই অনুযায়ী রেফারেন্সের উত্তর দেওয়া হয়েছে।

দিব্যা পান্ডে **রেফারেন্সের উত্তর দেওয়া হয়েছে।**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal